

## Bengali: Easy-to-Read Version

Language: বাংলা (Bengali)

Provided by: Bible League International.

Copyright and Permission to Copy

Taken from the Bengali: Easy-to-Read Version © 2001, 2016 by Bible League International.

PDF generated on 2017-08-25 from source files dated 2017-08-25.

9c530795-7893-5768-8bb6-58791486713d

ISBN: 978-1-5313-1309-8

## রোমীয়দের প্রতি পত্র

১<sup>১</sup> যীশু খ্রীষ্টের দাস পৌলের কাছ থেকে ঈশ্বর আমাকে পেরিত হবার জন্য আহ্বান করেছেন। সমস্ত মানুষের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচারের জন্য আমাকে মনোনীত করা হয়েছিল।<sup>১২</sup> ঈশ্বর বহুপূর্বেই মানুষের কাছে এই সুসমাচার পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি দিতে ঈশ্বর তাঁর ভাববাদীদের ব্যবহার করেছিলেন। পবিত্র শাস্ত্রের এই প্রতিশ্রুতির কথা লেখা ছিল।<sup>১৩-১৪</sup> ঈশ্বরের পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ই হল এই সুসমাচার। মানবরূপে তিনি দায়ুদের বংশে জন্মেছিলেন; কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র তা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে দেখানো হল। মৃতদের মধ্য হতে মহাপরাক্রমে তাঁর পুনরুত্থানও প্রমাণ করে যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র।

১৫ খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বর আমাকে পেরিতের এই বিশেষ কাজ দিয়েছেন, যেন সর্বজাতির লোকদের আমি বিশ্বাস ও বাধ্যতার পথে নিয়ে যাই। একাজ আমি খ্রীষ্টের জন্মই করেছি।<sup>১৬</sup> রোমানবাসীরা, তোমরাও তাদের মধ্য যীশু খ্রীষ্টের আছত লোক হিসাবে আছ।

১৭ যে রোমানবাসীগণ, তোমরা যারা ঈশ্বরের পবিত্র লোক হবার জন্য আছত তাদের সকলকে এই চিঠি লিখছি। তোমরা তাঁর ভালবাসার পাত্র।

আমাদের ঈশ্বর পিতা ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও শান্তি নেমে আসুক।

### ধন্যবাদের প্রার্থনা

১৮ প্রথমেই আমি তোমাদের সকলের জন্য যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তাঁর প্রতি তোমাদের এই মহাবিশ্বাসের কথা জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।<sup>১৯-২০</sup> আমার প্রার্থনার সময় প্রতিবারই আমি তোমাদের মনে করি। ঈশ্বর জানেন যে একথা সত্য। আমি তাঁর পুত্র বিষয়ক সুসমাচার লোকদের কাছে প্রচার দ্বারা আত্মাতে ঈশ্বরের উপাসনা করি। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি যেন তোমাদের সবার কাছে যাবার অনুমতি পাই; আর ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন তবেই তা সম্ভব হবে।<sup>২১</sup> আমি তোমাদের দেখার জন্য বড়ই উৎসুক। তোমাদের শক্তিশালী করে তোলার জন্য আমি সকলকে কিছু আত্মিক বর দিতে চাই।<sup>২২</sup> আমি বলতে চাই আমাদের যে বিশ্বাস রয়েছে, তার দ্বারা যেন পরস্পর উদ্ধক হই।

২৩ ভাই ও বোনরা, আমি চাই যে তোমরা জান যে আমি বহুবার তোমাদের কাছে যেতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু বাধা পেয়েছি। আমি তোমাদের কাছে যেতে চেয়েছি যাতে তোমাদের আত্মিকভাবে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করতে পারি। অন্যায় অইহুদী লোকদের আমি যেমন সাহায্য করেছি, তেমনি আমি তোমাদেরও সাহায্য করতে চাই।

২৪ আমার উচিত সকলের সেবা করা, তা সে গরীক হোক বা না হোক, বিজ্ঞ বা মূর্খ হোক।<sup>২৫</sup> এই কারণেই রোমে তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করবার জন্য আমি এত আগ্রহী।

২৬ সুসমাচারের জন্য আমি গর্ববোধ করি। সুসমাচারই হল সেই শক্তি, যে শক্তির দ্বারা ঈশ্বর তাঁর বিশ্বাসীদের উদ্ধার করেন; প্রথমে ইহুদীদের পরে অইহুদীদের।<sup>২৭</sup> ঈশ্বর কি করে মানুষকে নির্দোষ বলে গৃহণ করেন, তা এই সুসমাচারের মধ্য দিয়েই দেখানো হয়েছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস দ্বারাই মানুষ ঈশ্বরের সামনে নির্দোষ বলে গণ্য হয়। শাস্ত্র যেমন বলে, “বিশ্বাসের দ্বারা যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছে সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে।”<sup>\*</sup>

### সকলেই অন্যায় করেছে

২৮ মানুষ নিজের অধর্ম দিয়ে ঈশ্বরের সত্যকে চেপে রাখে, তাই মানুষের কৃত সকল মন্দ এবং অন্যায় কাজের জন্য স্বর্গ থেকে মানুষের উপর ঈশ্বরের কেরাধ প্রকাশ পায়। ঈশ্বর সম্পর্কে যা জানা যেতে পারে তা পরিষ্কারভাবে তারা জেনেছে।<sup>২৯</sup> তাছাড়া মানুষের পক্ষে ঈশ্বরকে যতখানি জানা সম্ভব, তা তো তিনি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

৩০ ঈশ্বর সম্পর্কে এমন এমন বিষয় আছে যা মানুষ চোখে দেখতে পায় না, যেমন তাঁর অনন্ত পরাক্রম ও সেই সমস্ত বিষয়, যার কারণে তিনি ঈশ্বর। জগৎ সৃষ্টির শুরু থেকে ঈশ্বরের নানা কাজে সে সব পরকাশিত হয়েছে। ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এসব পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাচ্ছে। তাই মানুষ যে মন্দ কাজ করছে তার জন্য উত্তর দেবার পথ তার নেই।

\*১:১৭ উদ্ধৃতি হবককূক ২:৪.

২১ লোকরা ঈশ্বরকে জানত, কিন্তু তারা ঈশ্বরের গৌরব গান করেনি এবং তাঁকে ধন্যবাদও দেয় নি। লোকদের চিন্তাধারা অসার হয়ে গেছে এবং তাদের নির্বোধ মন অন্ধকারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ২২ তারা নিজেদের বিজ্ঞ বলে পরিচয় দিলেও তারা মূর্খ। ২৩ তারা চিরজীবী ঈশ্বরের গৌরব করার পরিবর্তে, নশ্বর মানুষ, পাখি, চতুষ্পদের ও সর্পীসৃপের মূর্তিগুলির উপাসনা করে সেই গৌরব তাদের দিয়েছে।

২৪ তারা ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলে ঈশ্বর তাদের খুশি মতো পাপের পথে চলতে দিলেন এবং তাদের অন্তরের কামনা বাসনা অনুসারে মন্দ কাজ করতে ছেড়ে দিলেন। ফলে তারা তাদের দেহকে পরম্পরের সঙ্গে অসঙ্গত সংসর্গে ব্যবহার করে যৌনপাপে পূর্ণ হয়েছে। ২৫ ঈশ্বরের সত্যকে ফেলে তারা মিথ্যা গ্রহণ করেছে; আর সৃষ্টিকর্তাকে ছেড়ে দিয়ে তারা তাঁর সৃষ্ট বস্তুকে উপাসনা করেছে। চিরকাল ঈশ্বরের প্রশংসা করা উচিত। আমেন।

২৬ লোকরা ঐসব মন্দ কাজে লিপ্ত ছিল বলে ঈশ্বর তাদের ছেড়ে দিলেন ও তাদের লজ্জাজনক অভিশাপের পথে চলতে দিলেন। নারীরা পুরুষের সঙ্গে স্বাভাবিক সংসর্গ ত্যাগ করে নিজেদের মন্থে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়েছে। ২৭ ঠিক একইভাবে পুরুষরাও স্ত্রীদের সঙ্গে স্বাভাবিক সংসর্গ ছেড়ে দিয়ে অপর পুরুষের জন্য লালায়িত হয়ে লজ্জাকর কাজ করেছে; আর এই পাপ কাজের শাস্তি তারা তাদের শরীরেই পেয়েছে।

২৮ তারা ঈশ্বরের সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান থাকা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে নি। তাই ঈশ্বর তাদের ছেড়ে দিয়েছেন যাতে তারা নিজেদের অসার চিন্তায় ডুবে থাকে এবং যেসব কাজ তাদের করা উচিত নয় তা করে। ২৯ সেই লোকদের জীবন সব রকমের পাপ, অসাধুতা, স্বার্থপরতা ও হিংসায় ভরা। তাদের জীবন দেবয, হত্যা, বিবাদ, মিথ্যা ছল ও দুর্বৃত্তিতে পূর্ণ। ৩০ তারা ঈশ্বর ঘণাকারী, দুর্বিনীত, উদ্ধত, আত্মশ্লাঘী, মন্দ বিষয়ের উৎপাদক, পিতামাতার আদেশ অমান্যকারী। ৩১ তারা নির্বোধ, পরিত্যক্ত ভঙ্গকারী, স্নেহরহিত ও নির্দয়। ৩২ তারা ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা জানে। তারা জানে যে বিধি-ব্যবস্থা বলে, যারা এমন আচরণ করে তারা মুতুয়ার যোগ্য। কিন্তু তা জেনেও তারা সেই সব মন্দ কাজ করে চলে। তাদের ধারণা, যারা ঐসব মন্দ কাজ করে তারা সবাই ঠিকই করেছে।

### তোমরা ইহুদীরাও পাপী

১ যদি মনে কর যে তুমি ঐ লোকদের বিচার করতে পার, তাহলে ভুল করছ, কারণ তুমিও দোষী। তুমি অপরের বিচার কর; কিন্তু তুমিও সেই একইরকম মন্দ কাজ কর। কাজেই তুমি যখন অন্যের বিচার কর তখন নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত কর। ২ যারা মন্দ কাজ করে ঈশ্বর তাদের বিচার করেন; আর তাঁর বিচার ন্যায়সম্মত। ৩ তুমি তাদের বিচার করে থাক; কিন্তু তুমি নিজেও তাদের মত সেই সব মন্দ কাজ কর। তাই এ কথা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে ঈশ্বর তোমার বিচার করবেন। তুমি তাঁর বিচার এড়াতে পারবে না। ৪ ঈশ্বর তোমার প্রতি দয়া করেছেন ও সহিষ্ণু হয়েছেন। ঈশ্বর অপেক্ষা করছেন যেন তোমার পরিবর্তন হয়; কিন্তু তুমি তাঁর দয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করছ। তুমি হয়তো বুঝতে পারছ না যে তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের এত দয়ার উদ্দেশ্য হল যাতে তোমরা পাপ থেকে মন-ফিরাও।

৫ কিন্তু তুমি কঠিনমনা লোক ও অবাধ্য। তুমি পরিবর্তিত হতে চাও না, তাই তুমিই তোমার দণ্ডকে ঘোরতর করে তুলছ। ঈশ্বরের কেরাধ পরকাশের দিনে তুমি সেই দণ্ড পাবে, যে দিন লোকে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার দেখতে পাবে। ৬ ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে তার কার্য অনুসারে ফল দেবেন। ৭ যারা অবিরাম তাদের সং কিরয়া দ্বারা মহিমা, সম্মান এবং অমরত্বের আনন্ধ্যণ করে, ঈশ্বর তাদের অনন্ত জীবনের অধিকারী করবেন। ৮ কিন্তু যারা স্বার্থপর, সত্যের অবজ্ঞাকারী এবং মন্দ পথেই চলে, ঈশ্বর তাদের উপর তাঁর কেরাধ ও শাস্তির প্রবাহ বইয়ে দেবেন। ৯ যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রত্যেকের জীবনে ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্রেশ ও পীড়া আসবে। প্রথমে ইহুদীদের ও পরে অইহুদীদের উপরে। ১০ কিন্তু যারা সংকাজ করে তাদের তিনি মহিমা, সম্মান ও শাস্তি দেবেন, প্রথমে ইহুদীদের ও পরে অইহুদীদের। ১১ ঈশ্বর সকল মানুষকে একইভাবে বিচার করেন।

১২ যারা বিধি-ব্যবস্থা জানে আর যারা তা কখনই শোনে নি, পাপ করলে তারা সকলে একই পর্যায়ে পড়ে। বিধি-ব্যবস্থা না জেনে যত লোক পাপ করেছে, তারা সকলেই বিধি-ব্যবস্থা ছাড়াই বিনষ্ট হবে। একইভাবে যাদের কাছে বিধি-ব্যবস্থা আছে তবু পাপ করে, তাদের বিধি-ব্যবস্থা দ্বারাই বিচার হবে। ১৩ বিধি-ব্যবস্থার কথা শুধু শুনে ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া যায় না বরং বিধি-ব্যবস্থা যা বলে তা সর্বদা পালন করলেই ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক হওয়া যায়।

১৪ অইহুদীরা কোন বিধি-ব্যবস্থা পায় নি, অথচ তারা যখন স্বভাবতঃ বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ করে তখন তারা নিজেরাই নিজেদের বিধি-ব্যবস্থা। যদিও তাদের অধিকারে কোন বিধি-ব্যবস্থা নেই তবুও এটাই সত্য। ১৫ তারা দেখায় যে, বিধি-ব্যবস্থার নির্দেশ কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, তা তারা তাদের হৃদয় দিয়েই জানে। তাদের বিবেকও এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়। অনেক সময় তাদের চিন্তাধারাই ব্যক্ত করে যে তারা অন্যায় কাজ করেছে আর তাতে তারা দোষী হয়। কোন কোন সময় তাদের চিন্তাধারা ব্যক্ত করে যে তারা ঠিকই করছে, আর তাই তারা দোষী হয় না।

১৬ এসব তখনই ঘটবে যখন ঈশ্বর, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে মানুষের সকল গুণ বিষয়ের বিচার করবেন। যে সুসমাচার আমি লোকদের কাছে প্রচার করি তা এই কথাই বলছে।

### ইহুদীরা এবং বিধি-ব্যবস্থা

১৭ তোমার অবস্থা কেমন? তুমি নিজেকে ইহুদী বলে পরিচয় দাও এবং বিধি-ব্যবস্থার উপর নির্ভর কর ও গর্ব কর যে তুমি ঈশ্বরের কাছাকাছি রয়েছ। ১৮ তুমি জান যে ঈশ্বর তোমার কাছ থেকে কোন কাজ আশা করেন; আর কোন্টা গুরুত্বপূর্ণ তাও তুমি জান, কারণ তুমি বিধি-ব্যবস্থা শিক্ষা করেছ। ১৯ যারা ঠিক পথ চেনে না তুমি মনে কর এমন লোকদের তুমি একজন পথ পরদর্শক। তুমি মনে কর যারা অন্ধকারে আছে তুমি তাদের কাছে জেযাতিস্বরূপ। ২০ তুমি মনে কর যে, যাদের মৌলিক শিক্ষার পরয়োজন তুমি তাদের শিক্ষক হতে পার। তোমার কাছে বিধি-ব্যবস্থা আছে তাই তুমি মনে কর যে তুমি সবই জান ও সব সত্য তোমার কাছেই রয়েছে। ২১ তুমি অপরকে শিক্ষা দিয়ে থাক; কিন্তু তুমি কি নিজেও শিক্ষা দাও? চুরি করো না বলে তুমি অপরকে শিক্ষা দাও। কিন্তু তুমি নিজে চুরি কর। ২২ তুমি বল লোকে যেন যৌন পাপে লিপ্ত না হয়; কিন্তু তুমি নিজে সেই পাপে পাপী। তুমি পরতিমা ঘণা কর কিন্তু মন্দির থেকে চুরি কর। ২৩ তুমি ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা নিয়ে গর্ব কর আবার সেই একই বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে ঈশ্বরেরই অবমাননা কর। ২৪ শাস্ত্র যেমন লেখা আছে: “ইহুদীরা, তোমাদের জন্যই অইহুদীরা ঈশ্বরের নিন্দা করে।” †

২৫ সুম্নতের মূল্য আছে যদি তুমি বিধি-ব্যবস্থা মান; কিন্তু যদি বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন কর তাহলে তা সুম্নত না হওয়ার সমান। ২৬ অইহুদীরা সুম্নত করায় না; কিন্তু সুম্নত ছাড়াই যদি তারা বিধি-ব্যবস্থার নির্দেশ মেনে চলে তাহলে কি তারা সুম্নতের মতই হবে না? ২৭ ইহুদীরা, তোমাদের লিখিত বিধি-ব্যবস্থা ও সুম্নত পরথা আছে; কিন্তু তোমরা বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন কর। তাই যাদের দৈহিকভাবে সুম্নত হয়নি অথচ বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলে, তারা দেখিয়ে দেবে যে তোমরা ইহুদীরা দোষী।

২৮ বাহ্যিকভাবে ইহুদী হলেই পরকৃত ইহুদী হওয়া যায় না, এবং পূর্ণ অর্থে বাহ্যিক সুম্নত পরকৃত সুম্নত নয়। ২৯ যে অন্তরে ইহুদী সেই পরকৃত ইহুদী। পরকৃত সুম্নত সম্পন্ন হয় অন্তরে; বিধি-ব্যবস্থায় লিখিত অক্ষরের মাধ্যমে তা হয় না কিন্তু অন্তরে আত্মা দ্বারা সাধিত হয়। আত্মার দ্বারা যে ব্যক্তির হৃদয়ের সুম্নত হয় সে মানুষের পরশংসা নয়, ঈশ্বরের পরশংসা পায়।

১ তাহলে ইহুদীদের এমন কি সুবিধা আছে যা অন্য লোকদের নেই? সুম্নতেরই বা মূল্য কি? ২ হ্যাঁ, সব দিক দিয়েই ইহুদীদের অনেক সুবিধা আছে। তাদের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই: ঈশ্বরের তাঁর শিক্ষা প্রথমে ইহুদীদেরই দিয়েছিলেন। ৩ একথা ঠিক যে কিছু কিছু ইহুদী ঈশ্বরের পরতি বিশবস্ত ছিল না, কিন্তু তাতে কি? তারা অবিশবস্ত হয়েছে বলে কি ঈশ্বরও অবিশবস্ত হবেন? ৪ না, নিশ্চয়ই নয়! সব মানুষ মিথ্যাবাদী হলেও, ঈশ্বরের সবসময়ই সত্য। শাস্ত্র যেমন বলে: “তুমি তোমার বাক্যই ন্যায়পরায়ণ প্রতিপন্ন হবে আর বিচারের সময় তোমার জয় হবেই।” ‡

৫ আমরা যখন অন্যায় করি তখন আরো স্পষ্টভাবে জানা যায় যে ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ। তবে কি আমরা বলব যে ঈশ্বরের যখন আমাদের শাস্তি দেন তখন অন্যায় করেন? কারো কারো মনে যেমন চিন্তা থাকে আমি সেই রকম বলছি। ৬ ঈশ্বরের যদি ন্যায়পরায়ণ না হতেন, তবে জগতের বিচার করা তাঁর দ্বারা সম্ভব হত না।

৭ কেউ আবার বলতে পারেন, “যদি আমার মিথ্যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ পায় তবে পাপী হিসেবে আমার বিচার কেন হয়?” ৮ তাহলে একথা দাঁড়ায় যে, “এস আমরা মন্দ কিছু করি যাতে তার থেকে ভাল কিছু পাওয়া যায়।” অনেকে আমাদের সমালোচনা করে বলে যে আমরা নাকি এমন শিক্ষা দিই। যারা এমন কথা বলে তারা ভুল করছে এবং তারা বিচারে দোষী সাব্যস্ত হবেই।

### সমস্ত লোকই দোষী

৯ তাহলে কি আমরা ইহুদীরা অন্যদের থেকে ভাল? না কখনই না, কারণ আমরা এর আগেই বলেছি যে ইহুদী বা অইহুদী সকলেই সমান। তারা সকলেই পাপের শক্তির অধীন। ১০ শাস্ত্র যেমন বলে:

“এমন কেউ নেই যে ধার্মিক; এমনকি একজনও নেই।

১১ এমন কেউ নেই যে বোঝে।

এমন কেউ নেই যে ঈশ্বরের পোষাক চেষ্টা করে।

১২ সকলেই ঈশ্বরের হতে দূরে সরে গেছে,

সকলেই অপদার্থ,

কেউই ভাল কাজ করে না, একজনও না!” †

† ২:২৪ উদ্ধৃতি যিশ. ৫২:৫; ও দ্রষ্টব্য যিহি. ৩৬: ২০-২৩.

‡ ৩:৪ উদ্ধৃতি গীতসংহিতা ৫১:৪.

§ ৩:১২ উদ্ধৃতি গীতসংহিতা ১৪:১-৩.

- ১৩ “তাদের মুখ এক উন্মুক্ত কবর;  
জিত দিয়ে তারা ছলনার কথা বলে।” §  
“তাদের বাকেষ সাপের বিষ ঢালা।” \*\*  
১৪ “সবসময়ই তাদের মুখে শুধু অভিশাপ ও কটু কথা।” ††  
১৫ “রক্ত ঝরানোর কাজে তারা ব্যগর;  
১৬ তাদের চরণ যে পথেই যায়, সে পথেই রেখে যায় বিনাশ ও বিষাদ।  
১৭ শান্তির পথ তারা কখনও চেনে নি।” ‡‡  
১৮ “ঈশ্বরের জনেয তাদের শ্রদ্ধা নেই।” ¶¶

১৯ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিধি-ব্যবস্থা যা কিছু বলে তা বিধি-ব্যবস্থার অধীন লোকদেরই বলে। তাই মানুষের আর অজুহাত দেখাবার কিছু নেই, তাদের মুখ বন্ধ। সমস্ত জগত, ইহুদী কি অইহুদী, ঈশ্বরের সামনে দোষী। ২০ কারণ বিধি-ব্যবস্থা পালন করলেই যে ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া যায় তা নয়, বিধি-ব্যবস্থা কেবল পাপকে চিহ্নিত করে।

### ঈশ্বর কি করে মানুষকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন

২১ কিন্তু এখন বিধি-ব্যবস্থা ছাড়াই ঈশ্বর লোকদের তাঁর সম্মুখে ধার্মিক প্রতিপন্ন করার যে কাজ করেছেন তা প্রকাশিত হয়েছে। বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীরা এই নতুন পথের কথাই বলে গেছেন। ২২ যীশু খ্রীষ্টের ওপর বিশ্বাস দ্বারাই মানুষ ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়। যারাই খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের সবার জন্যই এই কাজ ঈশ্বর করেন, কারণ তাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। ২৩ সকলেই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ২৪ কিন্তু তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিনামূল্যে যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পাপ থেকে মুক্তিলাভ করে ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছে। ২৫ ঈশ্বর যীশুকে উৎসর্গীকৃত বলিরূপে আমাদের কাছে দিলেন যেন যারা তাঁকে বিশ্বাস করে, বিশ্বাসের মাধ্যমেই তাদের পাপ সকল ক্ষমা হয়। ঈশ্বর এই কাজের মাধ্যমে দেখান যে তিনি সর্বদাই যা ন্যায় তাই করেন। অতীতেও তিনি সহিষ্ণুতা দেখিয়েছিলেন এবং লোকদের পাপ অনুযায়ী শাস্তি দেন নি; ২৬ তাঁর পুত্র যীশুকে দান করে আজও তিনি দেখান যে তিনি ন্যায়বান। ঈশ্বর এই কাজ করেছেন যাতে তিনি বিচারে ন্যায়পরায়ণ থাকেন ও যে কেউ যীশুতে বিশ্বাস করে সেও ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়।

২৭ সেজন্য গর্ব করার মত আমাদের কিছুই রইল না, কারণ বিধি-ব্যবস্থা পালনের দ্বারা নয়, বিশ্বাসের ব্যবস্থা দ্বারা গর্ব করার পথ রুদ্ধ হল। ২৮ সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি মানুষ বিধি-ব্যবস্থা পালনের জন্য যা করে তার দ্বারা নয়, কিন্তু বিশ্বাসেই সে ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়। ২৯ ঈশ্বর কেবল ইহুদীদের ঈশ্বর নন, তিনি অইহুদীদেরও ঈশ্বর। ৩০ ঈশ্বর এক এবং একই উপায়ে সকলকে উদ্ধার করেন। তিনি ইহুদীদের বিশ্বাসের মাধ্যমে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন। আবার তিনি অইহুদীদের তাদের বিশ্বাসের মাধ্যমে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন। ৩১ তবে বিশ্বাসের পথে চলে কি আমরা বিধি-ব্যবস্থাকে বাতিল করে দিচ্ছি? কখনই না। বরং বিশ্বাসের পথে চলে আমরা বিধি-ব্যবস্থার যথার্থ উদ্দেশ্য তুলে ধরি।

### অব্রাহামের দৃষ্টান্ত

৪ ১ তাহলে আমাদের পার্থিব পিতৃপুরুষ অব্রাহাম সম্বন্ধে আমরা কি বলব? বিশ্বাস সম্পর্কে তিনি কি শিখেছিলেন? ২ যদি নিজের কাজের জন্য তিনি ধার্মিক প্রতিপন্ন হতেন, তবে গর্ব করার মতো তার কিছু থাকত; কিন্তু ঈশ্বরের সাক্ষাতে তিনি গর্ব করতে পারেন নি। ৩ শাস্ত্র এ ব্যাপারে বলে, “অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেন, আর সেই বিশ্বাসের দ্বারাই তিনি ধার্মিক প্রতিপন্ন হলেন।” §§

৪ যে লোক কাজ করে তার মজুরি তো নিছক দান বলে নয় কিন্তু তার ন্যায্য পাওনা বলে গন্য হয়। ৫ কিন্তু যে মানুষ কাজ করার বদলে ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস করে সেক্ষেত্রে তার বিশ্বাসই তাকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করে। ৬ দায়ুদও সেই একইভাবে বলেছেন ধন্য সেই ব্যক্তি যাকে ঈশ্বর তার কাজের দ্বারা নয় বরং তার বিশ্বাসের দরুন ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন।

৭ “ধন্য তারা,

যাদের অন্যায় ক্ষমা করা হয়েছে,

§৩:১৩ উদ্ধৃতি গীতসংহিতা ৫:৯.

\*\*৩:১৩ উদ্ধৃতি গীতসংহিতা ১৪০:৩.

††৩:১৪ উদ্ধৃতি গীতসংহিতা ১০:৭.

‡‡৩:১৭ উদ্ধৃতি যিশাইয়া ৫৯:৭-৮.

¶¶৩:১৮ উদ্ধৃতি গীতসংহিতা ৩৬:১.

§§৪:৩ উদ্ধৃতি আদি ১৫:৬.

যাদের পাপ ঢেকে রাখা হয়েছে।

৮ ধন্য সেই ব্যক্তি,

পরভু যার পাপ গন্য করেন না।” \*

৯ এখন এই সৌভাগ্য কি শুধু যারা সুলভ হয়েছে তাদের জন্য? অসুলভদের জন্য কি নয়? কারণ আমরা বলি, “বিশ্বাস দ্বারাই অব্রাহাম ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছিলেন।” ১০ কিন্তু অব্রাহামের কোন্ অবস্থায়, তাঁর সুলভ হবার আগে, না পরে? আসলে অসুলভ অবস্থাতেই তিনি ধার্মিক প্রতিপন্ন হন। ১১ অসুলভ অবস্থায় তিনি বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক প্রতিপন্ন হন এবং তার চিহ্ন হিসাবে তিনি সুলভ হয়েছিলেন। তাই অসুলভ হলেও যারা বিশ্বাস করে, অব্রাহাম তাদেরও পিতা; তারাও ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়। ১২ যারা সুলভ হয়েছে অব্রাহাম তাদেরও পিতা। তাদের সুলভ হওয়ার সুবাদে যে তারা অব্রাহামের সন্তান হয়েছে তা নয়। কিন্তু সুলভ হবার পূর্বে অব্রাহামের যে বিশ্বাস ছিল, ঐ লোকরা যদি অব্রাহামের সেই বিশ্বাসের পথ অনুসরণ করে থাকে তবেই তারা অব্রাহামের সন্তান।

### বিশ্বাসের দ্বারা পরাণ্ড ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি

১৩ জগতের উত্তরাধিকারী হবার যে প্রতিজ্ঞা ঈশ্বরের অব্রাহাম ও তার বংশধরদের কাছে করেছিলেন, তা বিধি-ব্যবস্থার মাধ্যমে আসেনি কিন্তু বিশ্বাসের দ্বারা যে ধার্মিকতা লাভ হয় তার মধ্য দিয়েই সেই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল। ১৪ কারণ যদি বিধি-ব্যবস্থায় নির্ভর কেউ জগতের উত্তরাধিকারী হয় তবে বিশ্বাসের কোন অর্থ হয় না এবং সেক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাও মূল্যহীন। ১৫ কারণ বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলা না হলে তা শুধুই ঈশ্বরের ক্রোধ বয়ে আনে। বিধি-ব্যবস্থা যেখানে নেই, সেখানে তার লঙ্ঘনও নেই।

১৬ তাই ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা বিশ্বাসের ফলেই লাভ হয়, যেন তা অনুগ্রহের দান হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এইভাবে অব্রাহামের সব বংশধরদের জন্য সেই প্রতিজ্ঞা দৃঢ়ভাবে রয়েছে। যাদের বিধি-ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে কেবল তাদের জন্যই সেই প্রতিজ্ঞা রয়েছে তা নয়, কিন্তু তাদের জন্যও সেই প্রতিজ্ঞা রয়েছে যাদের অব্রাহামের মতো বিশ্বাস রয়েছে। এই প্রতিশ্রুতি তাদেরই জন্য যারা অব্রাহামের মত বিশ্বাসে চলে। অব্রাহাম আমাদের সকলেরই পিতা। ১৭ শাস্ত্রের লেখা আছে, “আমি তোমাকে বহু জাতির পিতা করলাম।” ১৮ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অব্রাহাম আমাদের পিতা। তিনি সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন, যিনি মৃতকে জীবন দেন ও যার অস্তিত্ব নেই তাকে অস্তিত্ব আনেন।

১৯ অব্রাহামের সন্তান হবার কোন আশা ছিল না। কিন্তু অব্রাহাম ঈশ্বরের বিশ্বাসে স্থির ছিলেন। আশা না থাকলেও আশা করে যাচ্ছিলেন, আর এই জন্যই তিনি বহুজাতির পিতা হতে পেরেছিলেন। ঠিক ঈশ্বরের যেমন বলেছিলেন, “তোমার বংশধররা আকাশের তারার মত অসংখ্য হবে।” ২০ অব্রাহামের বয়স তখন একশ বছর, কাজেই সন্তান লাভের জন্য তাঁর দৈহিক ক্ষমতা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর স্ত্রী সারার সন্তান ধারণ করার ক্ষমতা ছিল না। অব্রাহাম এসব কথা চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন নি। ২১ ঈশ্বরের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার পূর্ণতার বিষয়ে অব্রাহামের কোন সন্দেহ ছিল না। অব্রাহাম অবিশ্বাস করলেন না বরং তিনি বিশ্বাসে বলবান হয়ে উঠলেন এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন। ২২ ঈশ্বরের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা যে তিনি সফল করতে পারবেন সেই সম্বন্ধে অব্রাহাম সুনিশ্চিত ছিলেন। ২৩ আর তাই, “এই বিশ্বাস তাকে ঈশ্বরের সম্মুখে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেছিল।” ২৪ শাস্ত্রের এই কথা শুধু যে তাঁর জন্যই লেখা হয়েছিল তা নয়, ২৫ ঐ কথাগুলি আমাদের জন্যও লেখা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাসকেও ঈশ্বরের আমাদের পক্ষে ধার্মিকতা হিসাবে প্রতিপন্ন করলেন। কারণ যিনি পরভু যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই ঈশ্বরে আমরা বিশ্বাস করি। ২৬ আমাদের পাপের জন্য সেই যীশুকে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করা হল এবং আমাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন করার জন্য যীশু মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠলেন।

### ঈশ্বরের সামনে ধার্মিকতা

১ বিশ্বাসের জন্য আমরা ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছি বলে, পরভু যীশু খ্রীস্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের শান্তি চুক্তি হয়েছে। ২ খ্রীস্টের জন্যই আমরা আমাদের বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ পরাণ্ড হয়েছি এবং দাঁড়িয়ে আছি। আমরা আনন্দ করি যে এই পরত্যাশা নিয়ে আমরা একদিন ঈশ্বরের মহিমার অংশীদার হব। ৩ এমন কি সমস্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আমরা আনন্দ করি, কারণ আমরা জানি যে এইসব দুঃখ কষ্ট আমাদের ধৈর্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

\*৪:৮ উদ্ধৃতি গীতসংহিতা ৩২:১-২.

†৪:১৭ উদ্ধৃতি আদি ১৭:৫.

‡৪:১৮ উদ্ধৃতি আদি ১৫:৫.

§৪:২২ উদ্ধৃতি আদি ১৫:৬.

৪ ধৈর্য্য আমাদের সবভাবকে খাঁটি করে তোলে এবং এই খাঁটি সবভাবের ফলে জীবনে আশার উৎপত্তি হয়। ৫ এই পুরত্যাশা কখনই আমাদের নিরাশ করে না, কারণ পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। সেই পবিত্র আত্মাকে আমরা ঈশ্বরের দানরূপে পেয়েছি।

৬ আমরা যখন শক্তিশীল ছিলাম তখন খ্রীষ্ট আমাদের জন্য পুরাণ দিলেন। উপযুক্ত সময়ে খ্রীষ্ট আমাদের মত দুঃস্থ লোকদের জন্য পুরাণ দিলেন। ৭ কোন সৎ লোকের জন্য কেউ নিজের পুরাণ দেয় না বললেই চলে। যিনি অন্যের উপকার করেছেন এমন লোকের জন্য হয়তো বা কেউ সাহস করে পুরাণ দিলেও দিতে পারে। ৮ কিন্তু আমরা যখন পাপী ছিলাম খ্রীষ্ট তখনও আমাদের জন্য পুরাণ দিলেন। আর এইভাবে ঈশ্বরের দেখালেন যে তিনি আমাদের ভালবাসেন।

৯ ঈশ্বরের খ্রীষ্টের রক্তের মাধ্যমে আমাদের ধার্মিক প্রতিপন্ন করেছেন; তবে এই সত্যটি আরও কত সুনিশ্চিত যে খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের কেরাধ থেকে রক্ষা পাব। ১০ আমরা যখন তাঁর শত্রু ছিলাম তখন যদি ঈশ্বরের তাঁর পুত্রের মৃত্যুর মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন করিয়ে নিলেন, তাহলে মিলনের পরে এটা আরও কত নিশ্চিত যে আমরা এখন তাঁর পুত্রের জীবনের মাধ্যমে উদ্ধার পাব। ১১ শুধু যে উদ্ধার পাব তা নয়, এখন আমরা ঈশ্বরে আনন্দ করি। আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে সেই আনন্দ পেয়েছি, যাঁর মাধ্যমে আমরা এখন ঈশ্বরের মিত্রের পরিণত হয়েছি।

### খ্রীষ্ট ও আদম

১২ একজনের মধ্য দিয়ে যেমন পৃথিবীতে পাপ এসেছিল, তেমনি পাপের সাথে এসেছে মৃত্যু। সকল মানুষ পাপ করেছে আর পাপ করার জন্যই সকলের কাছে মৃত্যু এল। ১৩ মোশির বিধি-ব্যবস্থা আসার আগে জগতে পাপ ছিল, অবশ্য তখন বিধি-ব্যবস্থা ছিল না বলে ঈশ্বরের লোকদের পাপ গন্য করতেন না; ১৪ কিন্তু আদমের সময় থেকে মোশির সময় পর্যন্ত মৃত্যু সমানে রাজত্ব করছিল। ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করার দরুন আদম পাপ করেছিলেন। কিন্তু যারা আদমকে দেওয়া এসব আদেশ লঙ্ঘন করে পাপ করে নি, মৃত্যু তাদের ওপরেও রাজত্ব করছিল।

আসলে যিনি আসছিলেন, আদম ছিলেন তাঁর প্রতিরূপ। ১৫ কিন্তু আদমের অপরাধ যেরকম ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান সেই রকমের নয়, কারণ ঐ একটি লোকের পাপের দরুন অনেকের মৃত্যু হল, সেইরকমভাবেই একজন ব্যক্তি যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে বহুলোক ঈশ্বরের অনুগ্রহদানে জীবন লাভ করল। ১৬ আর ঈশ্বরের অনুগ্রহদানের মধ্য দিয়ে যা এল তা আদমের একটি পাপের ফল থেকে ভিন্ন, কারণ একটি পাপের জন্য নেমে এসেছিল বিচার ও পরে দণ্ডাজ্ঞা; কিন্তু বহুলোকের পাপের পর এল ঈশ্বরের বিনামূল্যের দান। ১৭ একজন পাপ করল, আর সেই এক ব্যক্তির অপরাধের জন্য সকলের ওপর মৃত্যু রাজত্ব করল; কিন্তু এখন যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করে ও ধার্মিক গন্য হবার অধিকার দান হিসেবে পায়, তারা নিশ্চয়ই সেই এক ব্যক্তি অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে জীবনের পরিপূর্ণতা নিয়ে রাজত্ব করবে।

১৮ তাই আদমের একটি পাপ যেমন সকলের উপরে মৃত্যুদণ্ড নিয়ে এল, সেই একইভাবে খ্রীষ্টের একটি ন্যায় কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর দ্বারা সকলেই ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছে আর তার ফলে তারা প্রকৃত জীবনের অধিকারী হয়েছে। ১৯ সুতরাং যেমন একজনের অবাধ্যতার ফলে সব লোক পাপী বলে গন্য হল, সেইরকমভাবে সেই একজনের বাধ্যতার ফলে অনেকে ধার্মিক প্রতিপন্ন হবে। ২০ বিধি-ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল যাতে পাপ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যেখানে পাপের বাহুল্য হল সেখানে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আরো উপচে পড়ল। ২১ এক সময় যেমন পাপ মৃত্যুর মাধ্যমে আমাদের ওপর রাজত্ব করেছিল, সেইরকম ঈশ্বরের লোকদের ওপর তাঁর মহা অনুগ্রহ দান করলেন যাতে সেই অনুগ্রহ তাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন করে তোলে, আর এরই ফলে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা মানুষ অনন্ত জীবন লাভ করে।

### পাপে মৃত কিন্তু খ্রীষ্টে জীবিত

১ তাই তোমরা কি মনে কর যে আমরা পাপ করতেই থাকব যাতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ বৃদ্ধি পায়? ২ মোটেই না। আমাদের পুরানো পাপ জীবনের যখন মৃত্যু হয়েছে তখন আমরা কিভাবে আবার পাপেই জীবন যাপন করতে পারি? ৩ তোমরা কি ভুলে গেলে যে আমরা বাণ্ডাইজ হওয়ার সময় খ্রীষ্ট যীশুর দেহের অংশতে পরিণত হয়েছিলাম? ৪ বাণ্ডাইজ হওয়াতে আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে তাঁর মৃত্যুতে সমাহিত হয়েছিলাম, যাতে খ্রীষ্ট যেমন ঈশ্বরের মহাশক্তিতে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, তেমনি আমরাও তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়ে এক নতুন জীবনের পথে চলতে পারি।

৫ খ্রীষ্ট মৃত্যুভোগ করলেন আর আমরা তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হলাম; সুতরাং খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন বলে, আমরাও তাঁর পুনরুত্থানের অংশীদার হব। ৬ আমরা জানি যে আমাদের পুরানো জীবন খ্রীষ্টের সঙ্গে কুরুশবদ্ধ হয়ে মারা গেছে, যাতে আমাদের পুরানো পাপের জীবন ধ্বংস হয়। তাহলে আমরা আর পাপের দাস হয়ে থাকব না, ৭ কারণ যার মৃত্যু হয়েছে সে পাপের শক্তি থেকেও মুক্তি পেয়েছে।

৮ যদি আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে মরে থাকি, আমরা জানি যে আমরা তাঁর সঙ্গেই জীবিত হব। ৯ আমরা জানি যে খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন, তিনি আর মরতে পারেন না। এখন তাঁর ওপর মৃত্যুর কোন কর্তৃত্ব নেই। ১০ খ্রীষ্ট মৃত্যুভোগ

করেছিলেন পাপের শক্তিকে চিরতরে পরাভূত করার জন্য। এখন তাঁর যে জীবন, সেই জীবন তিনি ঈশ্বরের জন্য যাপন করেন।  
 ১১ ঠিক সেইভাবে তোমরাও নিজেদের পাপ সম্বন্ধীয় বিষয়ে মৃত মনে কর এবং নিজেদের দেখ যে তোমরা খ্রীষ্ট যীশুতে সংযুক্ত থেকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবিত আছ।

১২ তাই তোমাদের ইহজীবনে পাপকে কর্তৃত্ব করতে দিও না। যদি দাও তবে তোমাদের দেহের মন্দ অভিলাষের অধীনেই তোমরা চলতে থাকবে। ১৩ তাই তোমাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অধর্মের হাতিয়ার করে পাপের কাছে তুলে দিও না। মন্দ কাজে তোমাদের দেহকে ব্যবহার করো না। ঈশ্বরের হাতে নিজেদের তুলে দাও। সেই লোকদের মতো হও যাঁরা পাপ সম্বন্ধীয় কারণে মরেছিলেন এবং মৃতদের মধ্য হতে পুনরুত্থিত হয়ে এখন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবিত আছেন। নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধার্মিকতার হাতিয়ার করে ঈশ্বরের সেবায় নিবেদন কর। ১৪ পাপ আর তোমাদের ওপর প্রভুত্ব করবে না, কারণ তোমাদের জীবন আর বিধি-ব্যবস্থার অধীন নয় কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহের অধীন।

### ধার্মিকতার দাস

১৫ তাহলে আমরা কি করব? আমরা বিধি-ব্যবস্থার অধীন নই; ঈশ্বরের অনুগ্রহের অধীন, তাই আমরা কি পাপ করতেই থাকব? না। ১৬ তোমরা নিশ্চয় জান যে তোমরা যখন কারো অনুগত হবে বলে তারই হাতে নিজেদের দাসরূপে তুলে দাও, তখন যার অনুগত হলে, তোমরা তারই দাস। তোমরা পাপের দাস হতে পার বা ঈশ্বরের অনুগত হতে পার। পাপ আত্মিক মৃত্যু আনে; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগত থাকলে তোমরা ধার্মিক প্রতিপন্ন হবে। ১৭ অতীতে তোমরা পাপের দাস ছিলে, পাপ তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করত। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তোমাদের কাছে যে শিক্ষা সমর্পিত হয়েছিল তা পূর্ণরূপে পালন করছ। ১৮ তোমরা পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে এখন ধার্মিকতারই দাস হয়েছ। ১৯ তোমাদের বুঝতে কষ্ট হয় বলে এই বিষয়টি দৈনন্দিন জীবনের এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝাতে চাইছি। তোমরা তোমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাপের দাসত্ব ও মন্দের মধ্যে সঁপে দিয়েছিলে, ফলে তোমরা কেবল মন্দ উদ্দেশ্যেই জীবন যাপন করতে। সেইভাবে এখন তোমরা তোমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধার্মিকতার দাসরূপে সঁপে দাও; তাহলে তোমরা ঈশ্বরে সমর্পিত পবিত্র জীবন যাপন করবে।

২০ অতীতে তোমরা যখন পাপের দাস ছিলে, তখন ধার্মিকতার ব্যাপারে স্বাধীন ছিলে। ২১ সেই মন্দ কাজ থেকে কি ফসল তুলেছ? তার জন্য এখন তোমরা লজ্জা বোধ করছ, কারণ এইসব কাজের ফল মৃত্যু। ২২ কিন্তু এখন তোমরা সেই পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের দাস হয়েছ; তাই এখন যে ফসল তোমরা পাচ্ছ তা পবিত্রতার জন্য এবং তার পরিণাম অনন্ত জীবন। ২৩ কারণ পাপ যে মজুরি দেয়, সেই মজুরি হল মৃত্যু। কিন্তু ঈশ্বর অনুগ্রহ করে যা দান করেন সেই দান হল আমাদের পরভূ খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্ত জীবন।

### বিবাহের দৃষ্টান্ত

১ তাই ও বোনোরা, তোমরা যখন মোশির বিধি ব্যবস্থা জান, তখন তোমরা নিশ্চয়ই জান যে মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে ততদিনই সে বিধি-ব্যবস্থার অধীনে থাকে। ২ তোমাদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত দিই। একজন স্ত্রীলোক নিয়ম মত, যতদিন তার স্বামী বেঁচে থাকে ততদিন তার পরতি দায়বদ্ধ থাকে। স্বামী মারা গেলে সে বিয়ের বিধি-ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পায়। ৩ কিন্তু সেই স্ত্রীলোক, তার স্বামী বেঁচে থাকতে যদি অপর পুরুষকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে। তার স্বামী যদি মারা যায়, তাহলে সে বিয়ের বিধি-ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে যায়; আর তখন সে যদি অন্য পুরুষকে বিয়ে করে তাহলে সে ব্যভিচারের দোষে দোষী হয় না।

৪ অতএব আমার ভাই ও বোনোরা, খ্রীষ্টের দেহের মাধ্যমে সেইভাবেই তোমাদের পুরানো সংস্কার মৃত্যু হয়েছে ও তোমরা বিধি-ব্যবস্থার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছ। মৃত্যু থেকে যিনি বেঁচে উঠেছেন এখন তোমরা তাঁরই হয়েছ। আমরা খ্রীষ্টের হয়েছি, যেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ফল উৎপন্ন করতে পারি। ৫ অতীতে আমরা মানবিক পাপ প্রকৃতি অনুসারে জীবনযাপন করছিলাম। বিধি-ব্যবস্থা পাপের যেসব প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলে সেগুলি আমাদের দেহে প্রবল ছিল। যার ফলে আমরা যা করতাম তা আমাদের কাছে আত্মিক মৃত্যু নিয়ে আসত। ৬ অতীতে বিধি-ব্যবস্থা আমাদের বন্দী করে রেখেছিল, কিন্তু এখন আমাদের পুরানো সংস্কার মৃত্যু হয়েছে এবং আমরা বিধি-ব্যবস্থার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছি। এখন আমরা নতুন ধারায় ঈশ্বরের সেবা করি, পুরানো লিখিত বিধি-ব্যবস্থার নির্দেশ অনুসারে নয় কিন্তু পবিত্র আত্মার নির্দেশে।

### পাপের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম

৭ তোমরা হয়তো ভাবছ যে আমি বলছি বিধি-ব্যবস্থা এবং পাপ একই বস্তু। না নিশ্চয়ই নয়। একমাতর বিধি-ব্যবস্থার দ্বারাই পাপ কি তা আমি বুঝতে পারলাম। আমি কখনই বুঝতে পারতাম না যে লোভ করা অন্যায়। যদি বিধি-ব্যবস্থায় লেখা



না থাকত, “অপরের জিনিসে লোভ করা পাপ।” §৮ কারণ পাপ ঐ নিষেধাজ্ঞার সুযোগ নিয়ে আমার অন্তরে তখন লোভের আকর্ষণ জাগিয়ে তুলতে শুরু করল। তাই ঐ আদেশের সুযোগ নিয়ে আমার জীবনে পাপ প্রবেশ করল। ব্যবস্থা না থাকলে পাপের কোন শক্তি থাকে না। ৯ এক সময় আমি বিধি-ব্যবস্থা ছাড়াই বেঁচে ছিলাম; কিন্তু যখন বিধি-ব্যবস্থা এল তখন আমার মধ্যে পাপ বাস করতে শুরু করল। ১০ তখন আমি আত্মিকভাবে মৃত্যু বরণ করলাম। যে আদেশের ফলে জীবন পাবার কথা সেই আদেশ আমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল। ১১ ঈশ্বরের সেই আজ্ঞা দিয়েই পাপ আমাকে ঠকবার সুযোগ পেল এবং তাই দিয়েই আমাকে আত্মিকভাবে মেরে ফেলল।

১২ তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বিধি-ব্যবস্থা পবিত্র আর তাঁর আজ্ঞাও পবিত্র, ন্যায্য ও উত্তম। ১৩ তাহলে যা উত্তম, তাই কি আমার কাছে মৃত্যু নিয়ে এল? নিশ্চয়ই নয়। উত্তম বিষয়ের মধ্য দিয়ে পাপ আমার কাছে মৃত্যু নিয়ে এল যাতে পাপকে পাপ বলে চেনা যায়। আজ্ঞাকে ব্যবহার করে পাপকে অতীব পাপপূর্ণ বলে চেনা গেল।

### মানুষের অন্তরের দন্দব্দ

১৪ আমরা জানি যে বিধি-ব্যবস্থা আত্মিক; কিন্তু আমি আত্মিক নই। ক্রীতদাসের মতো পাপ আমার ওপর কর্তৃত্ব করে। ১৫ কি করছি তাই আমি জানি না কারণ আমি যা করতে চাই তা করি না বরং যে মন্দ জিনিস আমি ঘৃণা করি তাই করি। ১৬ আর আমি যে সব মন্দ কাজ করতে চাই না যদি তাই করি তাহলে বুঝতে হবে বিধি-ব্যবস্থা যে উত্তম তা আমি মেনে নিয়েছি। ১৭ আমি যেসব মন্দ কাজ করছি তা আমি নিজে যে করছি তা নয়, করছে সেই পাপ যা আমার মধ্যে বাসা বেঁধে আছে। ১৮ হ্যাঁ, আমি জানি যা ভাল তা আমার মধ্যে বাস করে না, অর্থাৎ আমার অনাত্মিক মানবিক প্রকৃতির মধ্যে তা নেই। কারণ যা ভাল তা করবার ইচ্ছা আমার মধ্যে আছে কিন্তু তা আমি করতে পারি না। ১৯ কারণ যা ভাল আমি করতে চাই তা করি না; কিন্তু যে অনায়াস আমি করতে চাই না কাজে তাই তো করি। ২০ যা আমি করতে চাই না যদি আমি তাই করি তাহলে যে পাপ আমার মধ্যে আছে তা এই মন্দ কাজ করায়।

২১ কাজেই আমার মধ্যে এই নিয়মটি আমি লক্ষ্য করছি যে, যখন আমি সৎকার্য করতে ইচ্ছা করি তখনও মন্দ আমার মধ্যে থাকে। ২২ আমার অন্তর ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা ভালবাসে। ২৩ কিন্তু আমি দেখছি যে আমার দেহের মধ্যে আর একটা বিধি-ব্যবস্থা কাজ করছে, যা সেই বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে লড়াই করে চলে, যা আমার মন গ্রহণ করেছে। আমার দেহে যে বিধি-ব্যবস্থা কাজ করছে তা হল পাপের বিধি-ব্যবস্থা এবং এর হাতে আমি বন্দী। ২৪ কি হতভাগ্য মানুষ আমি! কে আমাকে এই মরদেহ থেকে উদ্ধার করবে। ২৫ ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার করবেন! আমাদের পরভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণের দ্বারা ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার করবেন।

এইজন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। তাহলে দেখছি যে আমি মনে ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থার দাস; কিন্তু আমার পাপ প্রকৃতির দিক থেকে আমি পাপ ব্যবস্থারই দাস।

### আত্মাতে জীবন

১ তাই যারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছে তারা বিচারে দোষী সাব্যস্ত হবে না। ২ কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে আত্মার যে বিধি-ব্যবস্থা জীবন আনে, তা আমাকে মুক্ত করেছে সেই পাপের ব্যবস্থা থেকে যা মৃত্যুর কারণ হয়। ৩ মোশির বিধি-ব্যবস্থা যা পাপের নি তা ঈশ্বর সাধন করলেন; কারণ আমাদের স্বভাবজাত দুর্বলতার জন্য মোশির বিধি-ব্যবস্থা শক্তিশীল ছিল। তাই তিনি তাঁর নিজের পুত্রকে আমাদের মত মনুষ্যদেহে পাঠালেন, যেন তিনি মানুষের পাপের জন্য বলি হন। ঈশ্বর এইভাবে সেই মানবীয় দেহে পাপকে দগ্ধিত করলেন। ৪ যেন দেহের বশে নয় কিন্তু আত্মার বশে চলার দরুন আমাদের মধ্যে বিধি-ব্যবস্থার দাবী-দাওয়াগুলি পূর্ণ হয়।

৫ যারা পাপ প্রবৃত্তির বশে চলে তাদের মন পাপ চিন্তাই করে। কিন্তু যারা পবিত্র আত্মার বশে চলে, তারা পবিত্র আত্মা যা চান সেই অনুসারে চিন্তা করে। ৬ আমাদের চিন্তা যদি দেহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে তার ফল হয় মৃত্যু। কিন্তু যদি পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয় তবে তার ফল হয় জীবন ও শক্তি। ৭ তাই যে মন মানুষের পাপ স্বভাব দ্বারা পরিচালিত সে ঈশ্বর বিরোধী, কারণ সে নিজেকে ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থার অধীনে রাখে না। বাস্তবে সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা পালনে অসমর্থ। ৮ যারা তাদের দৈহিক প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয় তারা ঈশ্বরকে সমস্ত করতে পারে না।

৯ কিন্তু তোমরা তোমাদের দৈহিক প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত নও বরং আত্মা দ্বারা চালিত; অবশ্য যদি ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বিরাজ করেন তাহলে তুমি আত্মার দ্বারা চালিত হবে; কিন্তু যার মধ্যে খ্রীষ্টের আত্মা নেই সে খ্রীষ্টের নয়। ১০ পাপের ফলে তোমাদের দেহ মৃত্যুর অধীন, কিন্তু খ্রীষ্ট যদি তোমাদের অন্তরে থাকেন, তবে পবিত্র আত্মা তোমাদের জীবন দান করেন, কারণ খ্রীষ্ট তোমাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেছেন। ১১ ঈশ্বর যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে

জীবিত করেছেন, আর ঈশ্বরের আত্মা যদি তোমাদের মধ্যে বাস করেন তবে তিনি তোমাদের মরণশীল দেহকে জীবনময় করবেন। ঈশ্বরই যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাঁর যে আত্মা তোমাদের মধ্যে আছে তিনি সেই আত্মার দ্বারা তোমাদের দেহকে সঞ্জীবিত করবেন।

১২ তাই ভাই ও বোনরা, আমরা খণী কিন্তু সেই খণ আমাদের দৈহিক পূর্ববৃত্তির কাছে নয়। আমরা অবশ্যই আর দৈহিক পূর্ববৃত্তির দ্বারা জীবন পরিচালিত করব না। ১৩ কারণ যদি তোমরা দৈহিক পূর্ববৃত্তির দ্বারা চল তবে মরবে। কিন্তু পবিত্র আত্মার সাহায্য যদি দেহের মন্দ কাজগুলি থেকে বিরত থাক তবে জীবন পাবে।

১৪ ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তানরা ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়। ১৫ তোমরা যে আত্মাকে পেয়েছ তা তো দাসত্বের আত্মা নয় যে পুনরায় ভয়ে থাকবে। বরং তোমরা যে আত্মাকে পেয়েছ তার দ্বারা পুত্রত্ব পেয়েছ; আর সেই আত্মাতে আমরা ডাকি, “আব্বা,” “পিতা।” ১৬ পবিত্র আত্মা নিজেও আমাদের আত্মার সঙ্গে সাক্ষ্য দিয়ে বলছেন যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান। ১৭ আর যদি সন্তান হই, তবে আমরা তাঁর উত্তরাধিকারী এবং খ্রীষ্টের সাথে উত্তরাধিকারী, যদি অবশ্য খ্রীষ্ট যেমন দুঃখভোগ করেছিলেন, তেমনি আমরা তাঁর সঙ্গে দুঃখভোগ করি, আর তা করলে আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে মহিমাবিত হব।

### ভবিষ্যতে আমরা মহিমাবিত হব

১৮ এখন আমরা দুঃখ ভোগ করছি; কিন্তু আমাদের জন্য যে মহিমা প্রকাশিত হবে তার সঙ্গে বর্তমান কালের এই দুঃখভোগ তুলনার যোগ্যই নয়। ১৯ বিশ্বসৃষ্টি ব্যাকুল পরতীক্ষায় রয়েছে ঈশ্বর কবে তাঁর পুত্রদের প্রকাশ করবেন। সমগ্র বিশ্ব এর জন্য অকুল পরতীক্ষায় রয়েছে। ২০ বিশ্ব সৃষ্টিকে তো ব্যর্থতার বন্ধনে বেঁধে রাখা হয়েছে যদিও তা তার নিজের ইচ্ছায় নয় কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায়, যিনি সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রেখেছেন। ২১ তবুও বিশ্বসৃষ্টির এই আশা রয়েছে যে সেও একদিন এই অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে আর ঈশ্বরের সন্তানদের মহিমাময় স্বাধীনতার অংশীদার হবে।

২২ আমরা জানি যে এখন পর্যন্ত ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টি ব্যথায় আর্তনাদ করছে যেমন করে নারী সন্তান প্রসবের ব্যথা ভোগ করে। ২৩ কেবল গোটা বিশ্ব নয়, আমরাও যাঁরা পবিত্র আত্মাকে উদ্ধারের জন্য প্রথম ফলরূপে পেয়েছি, আমাদের দেহের মুক্তিলাভের পরতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি। ২৪ আমরা উদ্ধার পেয়েছি তাই আমাদের অন্তরে এই পরত্যাশা রয়েছে। পরত্যাশার বিষয় পরতক্ষ্য হলে তা পরত্যাশা নয়। যা পাওয়া হয়ে গেছে তার জন্য কে পরত্যাশা করে? ২৫ আমরা যা এখনও পাই নি তারই জন্য পরত্যাশা করছি, ধৈর্যের সঙ্গেই তার জন্য পরতীক্ষা করছি।

২৬ একইভাবে আমাদের দুর্বলতায় পবিত্র আত্মাও আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন, কারণ আমরা কিসের জন্য পরার্থনা করব জানি না, তাই স্বয়ং পবিত্র আত্মা আমাদের হয়ে অব্যক্ত আর্তস্বরে আবেদন জানিয়ে থাকেন। ২৭ মানুষের অন্তরে কি আছে ঈশ্বর তা দেখতে পান; আর ঈশ্বর পবিত্র আত্মার বাসনা কি তা জানেন; কারণ পবিত্র আত্মা ভক্তদের হয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে সেই আবেদন করেন।

২৮ আমরা জানি যে সব কিছুতে তিনি তাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, যারা তাঁর সংকল্প অনুসারে আছেন। ২৯ জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর যাদের জানতেন, তাদের তিনি তাঁর পুত্রের মত করবেন বলে মনস্থ করলেন। এইভাবে যীশু হবেন অনেক ভাইদের মধ্যে প্রথমজাত। ৩০ আগে থেকে তিনি যাদের বেছে রেখেছিলেন তাদের আহ্বান করলেন; যাদের তিনি আহ্বান করলেন তাদের ধার্মিক গন্য করলেন এবং যাদের তিনি ধার্মিক গন্য করলেন তাদের মহিমাবিত করলেন।

### খ্রীষ্ট যীশুর মধ্যেই ঈশ্বরের ভালবাসা

৩১ এইসব দেখে আমরা কি বলব? ঈশ্বর যখন আমাদেরই পক্ষে তখন আমাদের বিপক্ষে কে যাবে? ৩২ যিনি তাঁর নিজ পুত্রকেই নিষ্কৃতি দেন নি, এমন কি আমাদের সকলের জন্যে তাঁকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিলেন, তখন তিনি তাঁর পুত্রদানের সঙ্গে সবকিছুই কি আমাদের দান করবেন না? ৩৩ ঈশ্বর নিজের বলে যাদের মনোনীত করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কে আনবে? ঈশ্বরই তাদের ধার্মিক করেছেন। ৩৪ খ্রীষ্ট যীশু যিনি মারা গেলেন ও মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠলেন, তিনি ঈশ্বরের ডানদিকে বসে আছেন আর আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে মিনতি করছেন। ৩৫ খ্রীষ্টের ভালবাসা থেকে কোন কিছুই কি আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে? দুঃখ, দুর্দশা, ক্লেশ, সঙ্কট, তাড়না, দুর্ভিক্ষ, নগ্নতা বা প্রাণসংশয় কি তরবারির মতুয়? ৩৬ যেমন শাস্ত্রের লেখা আছে:

“তোমার জন্য আমরা সমস্ত দিন মৃত্যুবরণ করছি।

লোকচক্ষে আমরা বলির মেঘের মতো।” \*\*

৩৭ কিন্তু ঈশ্বর, যিনি আমাদের ভালবাসেন তাঁর দ্বারা আমরা ঐ সবকিছুতে পূর্ণ বিজয়লাভ করি। ৩৮-৩৯ কারণ আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে কোন কিছুই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিহিত ঐশ্বরিক ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না,

\*\*৮:৩৬ উদ্ধৃতি গীতসংহিতা ৪৪:২২.

মৃত্যু বা জীবন, কোন স্বর্গদূত বা পরভূত্বকারী আত্মা, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন কিছু, উদ্ধের বা নিম্নের কোন প্রভাব কিংবা সৃষ্ট কোন কিছুই আমাদের সেই ভালবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

### ঈশ্বর ও ইহুদী সমাজ

১ আমি খরীষ্টেতে আছি এবং সত্যি বলছি। পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত আমার বিবেকও বলছে যে আমি মিথ্যা বলছি না।<sup>২</sup> আমি ইহুদী সমাজের জন্য অন্তরে সবসময় গভীর দুঃখ ও বেদনা অনুভব করছি।<sup>৩</sup> তারা আমার ভাই ও বোন, আমার স্বজাতি। তাদের যদি সাহায্য করতে পারতাম! এমন কি আমার এমন ইচ্ছাও জাগে যে তাদের বদলে আমি যেন অভিষিক্ত এবং খরীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হই।<sup>৪</sup> তারা ইসরায়েল বংশেরই মানুষ। ঈশ্বর তাদের পুত্র হবার অধিকার দিয়েছেন, নিজের মহিমা দেখিয়েছেন, ধর্ম নিয়ম দিয়েছেন। ঈশ্বর তাদেরই মোশির দেওয়া বিধি-ব্যবস্থা, সঠিক উপাসনা পদ্ধতি এবং তাঁর পরতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।<sup>৫</sup> ঐ লোকেরাই আমাদের মহান পিতৃপুরুষদের বংশধর এবং খরীষ্ট এই জাতির মধ্য দিয়েই পার্থিব জগতে এসেছিলেন। ঈশ্বর, যিনি সবার ওপর কর্তৃত্ব করেন, যুগে যুগে তিনি প্রশংসিত হোন! আমেন!

৬ আমি একথা বলছি না যে ঈশ্বরের যে পরতিশ্রুতি তাদের জন্য ছিল তা তিনি পূর্ণ করেন নি। কিন্তু ইসরায়েলের সমস্ত মানুষই সত্যিকার ইসরায়েলের লোক নয়।<sup>৭</sup> এমনও নয় যে অব্রাহামের বংশের বলেই তারা সত্যিকারের সন্তান; কিন্তু ঈশ্বর বলেছিলেন, “কেবল ইসহাকই তোমার বৈধ পুত্র হবে।”<sup>৮</sup> এর অর্থ হল এই যে দৈহিকভাবে জন্মগ্রহণ অব্রাহামের সন্তানরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান নয়। অব্রাহামের পরকৃত বংশধর তারাই যারা অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের পরতিশ্রুতি অনুসারে জন্মলাভ করেছে।<sup>৯</sup> তিনি অব্রাহামকে এই পরতিশ্রুতি দিয়েছিলেন: “নিরুপিত সময়ে আমি পুনর্বার আসব। তখন সারার এক পুত্র হবে।”<sup>১০</sup>

১০ শুধু তাই নয়, রিবিকাও একজন মানুষের কাছ থেকেই সন্তান পেয়েছিলেন, তিনি আমাদের পূর্বপুরুষ ইসহাক।<sup>১১-১২</sup> সেই সন্তান টটির জন্ম হবার পূর্বে ঈশ্বর রিবিকাকে বলেছিলেন: “তোমার সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের দাস হবে।”<sup>১৩</sup> তাদের জন্মের পূর্বেই ঈশ্বর এই কথা জানিয়েছিলেন কারণ ঈশ্বরের সংকল্প অনুসারে তারা মনোনীত হয়েছিল। সেই সন্তান মনোনীত হল তার কৃত কোন কর্মের জন্য নয় বরং এই জনেয় যে ঈশ্বর তাকেই আহ্বান করেছিলেন।<sup>১৪</sup> আর শাস্ত্রের যেমন বলে: “আমি যাকোবকে ভালোবেসেছি, কিন্তু এষৌকে ঘৃণা করেছি।”<sup>১৫</sup>

১৪ তাহলে আমরা কি বলব? ঈশ্বরে কি অন্যায় আছে? আমরা তা বলতে পারি না।<sup>১৬</sup> ঈশ্বর, মোশিকে বলেছিলেন, “আমি যাকে দয়া করতে চাই, তাকেই দয়া করব। যাকে করুণা করতে চাই, তাকেই করুণা করব।”<sup>১৭</sup> তাই ঈশ্বর তাকেই মনোনীত করেন যাকে করুণা করবেন বলে ঠিক করেছেন। তাই মানুষের চেষ্টা বা তার ইচ্ছার ওপর তাঁর মনোনয়ন নির্ভর করে না।

১৭ শাস্ত্রের আছে ঈশ্বর ফরোণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “তুমি আমার জন্য এই কাজ করবে, এই জন্যই আমি তোমাকে রাজা করেছি, যেন তোমার মধ্য দিয়ে আমি আমার ক্ষমতা প্রকাশ করতে পারি ও সারা জগতে আমার নাম ঘোষিত হয়।”<sup>১৮</sup>

১৮ সেজন্য ঈশ্বর যাকে দয়া করতে চান, তাকেই দয়া করেন আর যার অন্তর ঈশ্বর কঠোর করতে চান, তার অন্তর কঠোর করে তোলেন।

১৯ তাহলে তোমরা হয়তো আমাকে বলতে পার: “তবে ঈশ্বর কেন পাপের জন্য মানুষকে দোষী করেন?” কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা কে প্রতিরোধ করতে পারে?<sup>২০</sup> তা সত্য, কিন্তু তুমি কে? ঈশ্বরকে প্রশ্ন করার কোন অধিকার তোমার নেই। মাটির পাতর কি নির্মাণকর্তাকে প্রশ্ন করতে পারে? মাটির পাতর কখনও নির্মাতাকে বলে না, “তুমি কেন আমাকে এমন করে গড়লে?”<sup>২১</sup> কাদামাটির ওপরে কুমোরের কি কোন অধিকার নেই, সে কি একই মাটির তাল থেকে তার ইচ্ছামত দুরকম পাতর তৈরী করতে পারে না? একটি বিশেষ ব্যবহারের জন্য আর অন্যটি সাধারণ ব্যবহারের জন্য?

২২ ঈশ্বর যদিও চেয়েছিলেন, যে লোকদের বিনাশের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের ওপর তিনি তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করবেন ও তাঁর ক্ষমতার স্পষ্ট প্রমাণ দেবেন, তবু ঈশ্বর তাঁর ক্রোধের পাতরদের প্রতি অসীম ধৈর্য দেখিয়েছেন।<sup>২৩</sup> যাতে সেই দয়ার পাতরদের, যাদের তিনি মহিমা প্রাপ্তির যোগ্য করে তৈরী করেছিলেন, তাদের কাছে তাঁর মহিমার ঐশ্বর্য সম্বন্ধে পরিচয় করাতে পারেন।<sup>২৪</sup> আমরাই সেই লোক, ঈশ্বর যাদের আহ্বান করেছেন। ইহুদী বা এইহুদীর মধ্য থেকে ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করেছেন।<sup>২৫</sup> এ বিষয়ে হোশয়ের পুস্তকে লেখা আছে:

†:৯:৭ উদ্ধৃতি আদি ২১:১২.

‡:৯:৯ উদ্ধৃতি আদি ১৮:১০, ১৪.

¶:৯:১১-১২ উদ্ধৃতি আদি ২৫:২৩.

§:৯:১৩ উদ্ধৃতি মালাখি ১:২-৩.

\*:৯:১৫ উদ্ধৃতি যাত্রা ৩৩:১৯.

†:৯:১৭ উদ্ধৃতি যাত্রা ৯:১৬.

“যারা আমার লোক নয়,

তাদের আমি নিজের লোক বলব,

যে পিরয়তমা ছিল না

তাকে আমার পিরয়তমা বলব।” †

২৬ “আর যেখানে ঈশ্বর বলেছিলেন

‘তোমরা আমার লোক নও’,

সেখানেই তাদের বলা যাবে জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান।” ††

২৭ যিশাইয় ইস্রায়েল সম্বন্ধে উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন:

“যদিও ইস্রায়েলীদের সংখ্যা সমুদ্র তীরের বালুকণার মত অগণিত হয়,

তবুও তাদের মধ্য থেকে অবশিষ্ট কিছু মানুষ শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পাবে।

২৮ বিচারের ব্যাপারে পরভু এই পৃথিবীতে যা করবেন বলেছেন, তিনি তা পূর্ণ করবেন, শিল্লিরই তা শেষ করবেন।” †††

২৯ এই রকম কথা যিশাইয় আগেই বলেছিলেন:

“সর্বশক্তিমান পরভু যদি আমাদের জন্য

কিছু বংশধর রেখে না দিতেন

তবে এতদিনে আমরা সদোমের তুল্য হতাম,

আমরা এতদিনে ঘমোরার তুল্য হতাম।” ††††

৩০ তাহলে এসবের অর্থ কি? অর্থ এই, যারা অইহুদী তারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হবার কোন চেষ্টা করে নি; তাদেরই ঈশ্বরের ধার্মিক প্রতিপন্ন করলেন। তাদের বিশ্বাসের জন্য তারা ধার্মিক প্রতিপন্ন হল। ৩১ আর ইস্রায়েলীয়রা বিধি-ব্যবস্থা পালন করার মধ্য দিয়ে ধার্মিক প্রতিপন্ন হবার চেষ্টা করেও কৃতকার্য হয় নি। ৩২ কারণ তারা তাদের কৃতকার্যের দ্বারা ধার্মিক প্রতিপন্ন হবার চেষ্টা করেছে। ধার্মিক প্রতিপন্ন হবার জন্য তারা ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস করে নি, তারা ব্যাঘাতজনক পাথরে ধাক্কা পেয়ে হেঁচট খেয়েছে। ৩৩ শাস্ত্রের যেমন লেখা আছে:

“দেখ, আমি সিয়োনে একটি পাথর রাখছি

যাতে মানুষ হেঁচট খেয়ে পড়ে যাবে;

কিন্তু যারা তাঁর ওপর বিশ্বাস করবে তারা কখনও লজ্জায় পড়বে না।” †††††

১০ † ভাই ও বোনরা, আমার হৃদয়ের একান্ত কামনা এই, যেন সমস্ত ইহুদী উদ্ধার পায়। ঈশ্বরের কাছে এই আমার কাতর মিনতি। ২ আমি ইহুদীদের বিষয়ে একথা বলতে পারি যে ঈশ্বরের বিষয়ে তাদের উৎসাহ আছে; কিন্তু এটা তাদের জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে নেই। ৩ যে পথে ঈশ্বর মানুষকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন তারা সেই পথ জানে না। তারা নিজেদের পরচেষ্টায় ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হতে চায়। তাই যে পথে ঈশ্বর মানুষকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন, তা তারা গ্রহণ করে নি। ৪ খ্রীষ্টের আগমনে বিধি-ব্যবস্থার যুগ শেষ হয়েছে। এখন যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়।

৫ বিধি-ব্যবস্থা পালন করে ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া সম্পর্কে মোশি বলে গেছেন, “যে ব্যক্তি এইসব বিধি-ব্যবস্থা পালন করবে সে তার মধ্য দিয়েই জীবন পাবে।” ††††† যে ধার্মিকতা ঈশ্বরের বিশ্বাস থেকে জন্মায় সে সম্বন্ধে শাস্ত্রের বলেছে: “মনে মনে কখনও বলা না, ‘ওপরে স্বর্গে কে যাবে?’” (এর অর্থ, “খ্রীষ্টকে কে পৃথিবীতে নামিয়ে আনবে?”) ৬ “বা ‘নীচে পাতালে কে যাবে?’” (এর অর্থ, “মৃতদের মধ্য থেকে কে খ্রীষ্টকে উর্দে আনবে?”)

৭ † এ ব্যাপারে শাস্ত্রের বলেছে: “সেই শিক্ষা তোমার কাছেই তোমার মুখে ও হৃদয়ে আছে।” ††††† সে শিক্ষা হল বিশ্বাসের শিক্ষা যা আমরা লোকদের কাছে বলি। ৮ তুমি যদি নিজ মুখে যীশুকে পরভু বলে স্বীকার কর, এবং অন্তরে বিশ্বাস কর যে ঈশ্বরেরই তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছেন তাহলে উদ্ধার পাবে। ৯ কারণ মানুষ অন্তরে বিশ্বাস করে ধার্মিকতা লাভ করার জন্য আর মুখে বিশ্বাসের কথা স্বীকার করে উদ্ধার পাবার জন্য।

†৯:২৫ উদ্ধৃতি হোশেয় ২:২৩.

††৯:২৬ উদ্ধৃতি হোশেয় ১:১০.

†††৯:২৮ উদ্ধৃতি যিশাইয় ১০:২২-২৩.

††††৯:২৯ উদ্ধৃতি যিশাইয় ১:৯.

†††††৯:৩৩ উদ্ধৃতি যিশাইয় ৮:১৪; ২৮:১৬.

††††††১০:৫ উদ্ধৃতি লেবীয় ১৮:৫.

††††††††১০:৮ উদ্ধৃতি দিব. বি. ৩০:১২-১৪.

১১ শাস্ত্র এই কথাই বলে যে: “যে খরীষ্টে বিশ্বাস করে সে কখনও লজ্জায় পড়বে না।” §§১২ এক্ষেত্রে ইহুদী ও অইহুদীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, একই প্রভু সকলের প্রভু। যত লোক তাঁকে ডাকে সেই সকলের ওপর তিনি প্রচুর আশীর্বাদ ঢেলে দেন। ১৩ হ্যাঁ, শাস্ত্র বলে, “যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে ডাকবে সে উদ্ধার পাবে।” \*

১৪ কিন্তু যাকে তারা বিশ্বাস করে না তাঁকে ডাকবে কি কবে? আর যারা তাঁর কথা শোনেনি তাঁকে বিশ্বাসই বা কি করে করবে? কেউ প্রচার না করলে তারা শুনবেই বা কি করে? ১৫ যারা প্রচার করতে যাবে তারা পেরুরিত না হলে কি করে প্রচার করবে? হ্যাঁ, শাস্ত্রের কিন্তু লেখা আছে: “সুসমাচার নিয়ে যাঁরা আসেন তাঁদের চরণযুগল কি সুন্দর।” †

১৬ কিন্তু ইহুদীদের মধ্যে সকলেই সেই সুসমাচার গ্রহণ করেনি। যিশাইয় ঠিকই বলেছেন, “প্রভু আমরা যা বলেছি তা ক’জনেই বিশ্বাস করেছে।” †† সুতরাং সুসমাচার শোনার ভেতর দিয়েই বিশ্বাস উৎপন্ন হয় আর কেউ খরীষ্টের সুসমাচার শোনালে তখনই লোকরা সুসমাচার শুনতে পায়।

১৭ তাহলে আমিই জিজ্ঞাসা করি, “লোকে কি তাঁর সুসমাচার শুনতে পায় নি?” হ্যাঁ, তারা নিশ্চয়ই শুনেছে। এবিষয়ে শাস্ত্র বলছে:

“তাদের রব পৃথিবীর কোণে কোণে পৌঁছেছে,

তাদের বাক্য পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে গেছে।” ††

১৯ আবার আমি বলি, “ইস্রায়েলীয়রা কি বুঝতে পারে নি?” হ্যাঁ, তারা বুঝতে পেরেছিল। ঈশ্বরের হয়ে প্রথমে মোশি এই কথা বলেছেন:

“যারা জাতি বলেই গন্য নয়, এমন লোকদের মাধ্যমে আমি তোমাদের ঈর্ষান্বিত করব।

অজ্ঞ জাতির দ্বারা তোমাদের করুণ করব।” §

২০ এরপর ঈশ্বরের মুখপাত্র হয়ে যিশাইয় যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে বললেন:

“যারা আমায় খোঁজে নি

তরাই কিন্তু আমাকে পেয়েছে;

আর যারা আমাকে চায় নি তাদের কাছেই আমি নিজেকে প্রকাশ করেছি।” \*\*

২১ কিন্তু ইহুদীদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের বলেন,

“সমস্ত দিন ধরে দুহাত বাড়িয়ে আমি তাদের জন্য অপেক্ষা করছি।

কিন্তু তারা আমার অবাধ্য এবং তারা আমার বিরোধিতা করেই চলেছে।” †††

ঈশ্বরের তাঁর লোকদের ভুলে যান নি

১ তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করি, “ঈশ্বরের কি তাঁর লোকদের দূরে সরিয়ে দিয়েছেন?” নিশ্চয়ই না, কারণ আমিও অব্রাহামের বংশধর, বিনযামীন গোষ্ঠীর একজন ইস্রায়েলী।

২ পূর্বেই ঈশ্বরের যাদের তাঁর নিজের লোক বলে মনোনীত করেছিলেন তাদের তিনি দূরে সরিয়ে দেন নি। শাস্ত্রের এলিয় সম্বন্ধে কি বলে তোমরা কি জান না? এলিয় যখন ইস্রায়েলীদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, ৩ তখন তিনি বললেন, “প্রভু তারা তোমার ভাববাদীদের হত্যা করেছে, তোমার সমস্ত যজ্ঞবেদী ধ্বংস করেছে। আমিই একমাত্র ভাববাদী এখনও জীবিত আছি আর লোকরা আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করেছে।” ††† কিন্তু ঈশ্বরের তখন এলিয়কে কি উত্তর দিয়েছিলেন? ঈশ্বরের বললেন, “এখনও আমার সাত হাজার লোককে বাঁচিয়ে রেখেছি, যারা আমার উপাসনা করে। এই সাত হাজার লোক বালের সামনে জানুপাত করে নি।” ††††

§§১০:১১ উদ্ধৃতি যিশ. ২৮:১৬.

\*১০:১৩ উদ্ধৃতি যোয়েল ২:৩২.

†১০:১৫ উদ্ধৃতি যিশ. ৫২:৭.

‡১০:১৬ উদ্ধৃতি যিশ. ৫৩:১.

¶১০:১৮ উদ্ধৃতি গীতসংহিতা ১৯:৪.

§১০:১৯ উদ্ধৃতি দিবতীয় বিবরণ ৩২:২১.

\*\*১০:২০ উদ্ধৃতি যিশাইয় ৬৫:১.

††১০:২১ উদ্ধৃতি যিশাইয় ৬৫:২.

‡‡১১:৩ উদ্ধৃতি ১ রাজাবলি ১৯:১০, ১৪.

¶¶১১:৪ উদ্ধৃতি ১ রাজাবলি ১৯:১৮.

৫ ঠিক সেই ভাবেই এখনও কিছু লোক আছে, ঈশ্বর যাদের নিজ অনুগ্রহে মনোনীত করেছেন। ৬ ঈশ্বর যদি তাঁর লোকদের অনুগ্রহে মনোনীত করেছেন, তবে তাদের কৃতকর্মের ফলে তারা ঈশ্বরের লোক বলে গন্য হয় নি, কারণ তাই যদি হত তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আর অনুগ্রহ হত না।

৭ তবে ব্যাপারটি দাঁড়াল এই: ইসরায়েলীয়রা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হতে চাইলেও সফলকাম হয় নি। কিন্তু ঈশ্বর যাদের মনোনীত করলেন, তারাই ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হল। বাকি ইসরায়েলীয়রা তাদের অন্তঃকরণ কঠোর করে তুলল ও ঈশ্বরের কথা অমান্য করল।

৮ শাস্তের তাই লেখা আছে:

“ঈশ্বর তাদের এক জড়তার আত্মা দিয়েছেন।” §§

“ঈশ্বর তাদের চক্ষু রুদ্ধ করেছেন, তাই তারা চোখে সত্য দেখতে পায় না।

ঈশ্বর তাদের কান বন্ধ করে দিয়েছেন, তাই তারা কানে সত্য শুনতে পায় না, এ কথা আজও সত্য।” \*

৯ দায়ুদ এ সম্বন্ধে বলেছেন:

“তাদের ভোজ হোক ফাঁদের মতো, জালের মতো যা তাদের ধরে।

তাদের পতন হোক ও তারা দণ্ড ভোগ করুক।

১০ তাদের চোখ রুদ্ধ হয়ে যাক যাতে তারা দেখতে না

পায় আর তারা কষ্টের ভারে সর্বদা নুয়ে থাকুক।” †

১১ আমি বলি ইহুদীরা হেঁচট খেয়েছিল। সেই হেঁচট খেয়ে তারা কি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল? না। বরং তাদের ভুলের জন্যই অইহুদীরা পরিত্রাণ পেয়েছে। এটা ইহুদীদের ঈর্ষাতুর করে তোলার জন্য ঘটছিল। ১২ ইহুদীদের সেই ভুল, জগতের জন্য মহা আশীর্বাদ নিয়ে এসেছে। ইহুদীরা যা হারাল তাদের সেই ক্ষতি অইহুদীদের সমৃদ্ধ করল। তবে একথা নিশ্চিত যে পর্যাপ্ত সংখ্যক ইহুদীরা যদি ঈশ্বরের দিকে মন দেয় তবে জগত কত না আশীর্বাদ পূর্ণ হবে।

১৩ এখন আমি অইহুদীদের বলছি, আমি অইহুদীদের জন্য একজন পেরুরিত, আর আমি এই কাজ সাধ্যমত করব। ১৪ আমি আশা রাখি যে আমার স্বজাতীয় ইহুদীদের এতে অন্তর্জর্বালা হবে আর হয়তো সেইভাবে কিছু লোককে আমি সাহায্য করতে পারব, যেন তারা উদ্ধার পায়। ১৫ ঈশ্বর ইহুদীদের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে জগতের অন্য লোকদের মিত্র করে নিলেন। তাই ঈশ্বর ইহুদীদের আবার যখন গ্রহণ করবেন তার ফল কি হতে পারে? সে কি মৃতের জীবন পাওয়ার মত অবস্থা হবে না? ১৬ ময়দার তালের থেকে তৈরী প্রথম রুটি যদি ঈশ্বরকে নিবেদন করা হয় তাহলে পুরো তালটাই পবিত্র; আর একটি গাছের শিকড় পবিত্র হলে তার সব শাখাই পবিত্র হবে।

১৭ সেই জলপাই গাছের কয়েকটি শাখা ভেঙে গেলে সেই জায়গায় তোমার মত বুনো জলপাইয়ের এক শাখা, ঐ গাছে কলম করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তুমি আসল জলপাই গাছের বাকী শাখা প্রশাখার সঙ্গে শেকড়ের রস ও জীবনী শক্তি টেনে নিচ্ছ। ১৮ সুতরাং, তুমি সেই ভাঙা শাখাগুলির চেয়ে নিজেকে উন্নত ভেবে গর্ব করো না; কিন্তু যদি কর তাহলে মনে রেখো যে শেকড়কে তুমি ধারণ করছ না বরং শেকড়ই তোমাকে ধারণ করে আছে। ১৯ তাহলে তুমি বলতেই পার যে তোমাকে কলম লাগাবার জন্যেই শাখাগুলো ভাঙা হয়েছিল। ২০ হ্যাঁ, ঠিক। ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না বলেই তাদের ভাঙা হয়েছিল, আর তোমার বিশ্বাস ছিল বলেই তুমি সেই গাছের অংশরূপে আছ, এর জন্য গর্ব না করে বরং ভয় কর। ২১ ঈশ্বর যখন সেই প্রকৃত শাখাগুলিই কেটে ফেলেছিলেন তখন বিশ্বাস না থাকলে তিনি তোমাকেও রেহাই দেবেন না।

২২ তাহলে ঈশ্বরের দয়ার ভাব ও কঠোরভাব দেখ। যারা আর ঈশ্বরের অনুগামী হয় না তাদের তিনি দণ্ড দেন। কিন্তু ঈশ্বর তোমার প্রতি দয়াবান হন যদি তুমি তাঁর দয়ায় অবস্থান করতে থাক। যদি না থাক তাহলে তোমাকে সেই প্রকৃত গাছ থেকে কেটে ফেলা হবে; ২৩ আর ইহুদীরা যদি ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসে, তাঁকে বিশ্বাস করে তবে ঈশ্বর ইহুদীদের আবার গ্রহণ করবেন। তারা যেখানে ছিল ঈশ্বর তাদের সেখানে আবার জুড়ে দেবেন। ২৪ বুনো জলপাই গাছের শাখা সর্বাভাবিকভাবে উত্তম জলপাই গাছে লাগানো হয় না; কিন্তু তোমরা অইহুদীরা বুনো জলপাই গাছের শাখার মত হলেও তোমাদের সকলকে উত্তম জলপাই গাছের সঙ্গে যুক্ত করা হল। সুতরাং ইহুদীরা উত্তম জলপাই গাছের শাখা-প্রশাখা বলে তাদের ভেঙে ফেলা হলেও তাদের নিজস্ব উত্তম গাছের সঙ্গে আবার কত সহজেই না যুক্ত করা যাবে।

§§ ১১:৮ উদ্ধৃতি যিশাইয় ২৯:১০.

\* ১১:৮ উদ্ধৃতি দিবতীয় বিবরণ ২৯:৪.

† ১১:১০ উদ্ধৃতি গীতসংহিতা ৬৯:২২-২৩.

২৫ ভাই ও বোনেরা, আমি চাই যে তোমরা নিগূঢ় সত্য বোঝ যাতে নিজের চোখে নিজেকে জ্ঞানী না মনে কর। এই হল সত্য যে ইস্রায়েলীয়দের কিছু অংশ শক্তগরীব হয়েছে। অইহুদীদের সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ইহুদীদের সেই মনোভাব বদলাবে না। ২৬ এইভাবে সমগ্র ইস্রায়েলের উদ্ধার হবে। শাস্ত্র লেখা আছে:

“সিয়োন থেকে ত্রাণকর্তা আসবেন।

তিনি যাকোবের বংশ থেকে সব অধর্ম দূর করবেন।

২৭ আর তখন এই লোকদের সব পাপ হরণ করে

আমি তাদের সঙ্গে আমার চুক্তি স্থাপন করব।” †

২৮ সুসমাচার গ্রহণ করতে অস্বীকার করে ইহুদীরা ঈশ্বরের শত্রু হয়েছে। তোমরা যাঁরা অইহুদী তোমাদের সাহায্য করতেই এমন হয়েছে; কিন্তু বেছে নেবার দিক থেকে ইহুদীরা এখনও ঈশ্বরের মনোনীত লোক। তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই সুবাদে তিনি তাদের ভালবাসেন। ২৯ ঈশ্বরের কাউকে আহ্বান জানিয়ে ও দান করে অনুশোচনা করেন না। ৩০ একসময় তোমরা ঈশ্বরের অবাধ্য ছিলে, কিন্তু এখন ইহুদীদের অবাধ্যতার জন্য তোমরা তাঁর করুণা পেয়েছ। ৩১ ঠিক তেমনই তোমরা করুণা পেয়েছ বলে ইহুদীরা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছে যাতে ইহুদীরা ঈশ্বরের করুণা পেতে পারে। ৩২ ঈশ্বর তাদের সকলকেই অবাধ্যতায় বন্দী করে রেখেছেন যাতে তিনি সকলের প্রতি দয়া করতে পারেন।

### ঈশ্বরের পরশংসা

৩৩ হ্যাঁ, ঈশ্বর তাঁর করুণায় কতো ধনবান, তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা কতো গভীর তার বিচারের ব্যাখ্যা কেউ করতে পারে না। তাঁর পথ কেউ বুঝতে পারে না। ৩৪ শাস্ত্র যেমন বলে,

“প্রভুর মন কে জেনেছে?

কেই বা তাঁর মন্ত্রণাদাতা হয়েছে?” †

৩৫ “আর কে-ই বা প্রথমে ঈশ্বরকে কিছু দান করেছে?

এমন কে আছে যার কাছে ঈশ্বর ঋণী?” ‡

৩৬ কারণ ঈশ্বরই সবকিছু নির্মাণ করেছেন; সবকিছু তাঁর মধ্য দিয়েই অস্তিত্ব পেয়েছে এবং তাঁর জন্মই রয়েছে। চিরকাল ঈশ্বরের মহিমা অটুট থাকুক! আমেন।

### ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ কর

১২ ১ ভাই ও বোনেরা, আমার মিনতি এই, ঈশ্বর আমাদের প্রতি দয়া করেছেন বলে তোমাদের জীবন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবিত বলিরূপে উৎসর্গ কর, তা তাঁর কাছে পবিত্র পূরীতিজনক হোক। ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য তোমাদের কাছে এ এক আত্মিক উপায়। ২ এই জগতের লোকদের মতো নিজেদের চলতে দিও না, বরং নতুন চিন্তাধারায় নিজেদের পরিবর্তন কর; যেন বুঝতে পার ঈশ্বর কি চান, কোনটা ভাল, কোনটা তাঁকে খুশী করে ও কোনটা সিন্দ।

৩ ঈশ্বর আমাকে একটি বিশেষ বর দান করেছেন, তাই তোমাদের মধ্যে প্রত্যেককে আমার কিছু বলার আছে। নিজের সম্বন্ধে যেমন ধারণা থাকা উচিত তার থেকে উঁচু ধারণা পোষণ করো না; কিন্তু ঈশ্বর যাকে যে পরিমাণ বিশ্বাস দিয়েছেন তোমরা সেইমতো নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা পোষণ কর। ৪ আমাদের সকলের দেহ আছে আর সেই দেহে অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে। এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি একই কাজ করে না। ৫ ঠিক তেমনই আমরা অনেকে মিলে খরীষ্টেতে দেহ গঠন করি। আমরা সেই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত।

৬ আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুসারেই আমরা ভিন্ন ভিন্ন বরদান পেয়েছি। কেউ যদি ভাববাণী বলার বরদান পেয়ে থাকে তবে সে তার বিশ্বাসের পরিমাণ অনুসারে ভাববাণী বলুক। ৭ যার সেবা করবার বরদান আছে সে তা সেবা কর্মেই প্রয়োগ করুক। যে শিক্ষক, সে শিক্ষার দ্বারা লোকদের উৎসাহ দিক। ৮ যে উপদেষ্টা, সে উপদেশ দানের কাজ করুক। যার অপরকে সাহায্যদানের ক্ষমতা আছে, সে উদারভাবেই সাহায্য করুক। কর্তৃত্ব যার হাতে সে সযত্নেই কর্তৃত্ব করুক। যে দয়া করে, সে আনন্দের সঙ্গেই তা করুক।

৯ তোমার ভালবাসা অকৃত্রিম হোক। যা মন্দ তা ঘৃণা কর আর যা ভাল তাতে আসক্ত থাক। ১০ ভাই বোনের মধ্যে যে পবিত্র ভালোবাসা থাকে সেই ভালোবাসায় তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। অপর ভাই বোনদের নিজের থেকেও বেশী সম্মানের যোগ্য বলে মনে কর। ১১ প্রভুর কাজে শিথিল হয়ো না। আত্মায় উদ্দীপ্ত হয়েই তোমরা প্রভুর সেবা কর। ১২ আনন্দ কর, কারণ

†১১:২৭ উদ্ধৃতি যিশাইয় ৫৯:২০-২১; ২৭:৯.

‡১১:৩৪ উদ্ধৃতি যিশাইয় ৪০:১৩.

§১১:৩৫ উদ্ধৃতি ইয়োব ৪১:১১.

তোমাদের পরত্যাশা আছে। তোমরা দুঃখকষ্টে সহিষ্ণু হও; নিরন্তর প্রার্থনা কর। <sup>১৩</sup> তোমাদের যা আছে তা অভাবী ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে ভাগ করে নাও। তোমাদের গৃহে অতিথিদের স্বাগত জানাও।

<sup>১৪</sup> তোমাদের যারা নির্যাতন করে তাদের জন্য প্রার্থনা করো, যেন ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করেন। তাদের মঙ্গল কামনা কর, অভিশাপ দিও না। <sup>১৫</sup> তোমরা অপরের সুখে সুখী হও, যারা দুঃখে কাঁদছে তাদের সঙ্গে কাঁদো। <sup>১৬</sup> তোমরা পরস্পর একপূরণ হয়ে শান্তিতে থাক, অহঙ্কারী হয়ো না। যারা দীনহীন মানুষ তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চল। নিজেকে জ্ঞানী মনে করে গর্ব করো না।

<sup>১৭</sup> কেউ অপকার করলে অপকার করে তার প্রতিশোধ নিও না। সকলের চোখে যা ভাল তোমরা তা করতেই চেষ্টা কর। <sup>১৮</sup> যতদূর পার সকলের সঙ্গে শান্তিতে থাকার চেষ্টা করে যাও। <sup>১৯</sup> আমার বন্ধুরা, কেউ তোমাদের বিরুদ্ধে অন্যায় করলে তাকে শান্তি দিতে যেও না, বরং ঈশ্বরকেই শান্তি দিতে দাও। শাস্ত্রের পুরনু বলছেন, “প্রতিশোধ নেওয়া আমার কাজ, প্রতিদান যা দেবার আমিই দেব।” <sup>\*\*২০</sup> কিন্তু তোমরা এই কাজ কর,

“তোমাদের শত্রুরা ক্ষুধার্ত হলে

তাদের খেতে দাও,

তোমাদের শত্রু তৃষ্ণার্ত হলে

তাদের জল পান করাও।

এই রকম করলে তোমরা তাকে লজ্জায় ফেলে দেবে।” <sup>††</sup>

<sup>২১</sup> মন্দের কাছে পরাস্ত হয়ো না, বরং উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাস্ত করো।

**১৩** <sup>১</sup> প্রত্যেক মানুষের উচিত দেশের শাসকদের অনুগত থাকা, কারণ দেশ শাসনের জন্য ঈশ্বরই তাদের ক্ষমতা দিয়েছেন। যারা এমন শাসন কার্যে নিযুক্ত, ঈশ্বরই তাদের সেই কাজের ক্ষমতা দিয়েছেন। <sup>২</sup> তাই তো কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা যে করে, সে ঈশ্বর যা স্থির করেছেন তারই বিরোধিতা করে। তেমন বিরোধিতা যারা করে তারা নিজেরাই নিজেদের শান্তি ডেকে আনবে। <sup>৩</sup> তোমরা ভাল কাজ করো, শাসকবৃন্দ তোমাদের প্রশংসা করবে। ভয় পাবার কারণ থাকে তাদেরই যারা মন্দ কাজ করে। যদি তোমরা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভয় পেতে না চাও, তবে যা ভাল তাই কর।

<sup>৪</sup> শাসনকর্তার আসলে তোমাদের ভালোর জন্য ঈশ্বর নিয়োজিত দাস; কিন্তু তোমরা যদি অন্যায় কর তাহলে ভীত হবার কারণ নিশ্চয় থাকে। শান্তি দেবার মতো ক্ষমতা শাসকের ওপর ন্যস্ত আছে, তিনি তো ঈশ্বরের দাস; তাই যারা অন্যায় করে, তাদের তিনি ঈশ্বরের হয়ে শাস্তি দেন। <sup>৫</sup> তাই তোমরা শাসনকর্তাদের অনুগত থাকো। ঈশ্বরের ক্রোধের ভয়েই যে কেবল তাদের অধীনতা স্বীকার করবে তা নয়, কিন্তু তোমাদের বিবেক পরিষ্কার রাখার জন্যও করবে।

<sup>৬</sup> এই জন্য পরস্পরকে তোমরা পূরণ্য কর দাও, কারণ শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্যই তারা ঈশ্বর দ্বারা নিযুক্ত আছেন, আর সেই কার্যে তারা ব্যস্তভাবে সময় ব্যয় করেন। <sup>৭</sup> তোমাদের কাছে যার যা পূরণ্য তাকে তা দিয়ে দাও। যে কর আদায় করে তাকে কর দাও; যাদের শ্রদ্ধা করা উচিত তাদের শ্রদ্ধা কর; যাদের সম্মান পাওয়া উচিত তাদের সম্মান কর।

অপরকে ভালবাসাই একমাত্র বিধি-ব্যবস্থা

<sup>৮</sup> শুধু পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া কারো কাছে ঋণী থেকো না, কারণ যারা প্রতিবেশীকে ভালবাসে, তারা ঠিকভাবে বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলছে। <sup>৯</sup> আমি একথা বলছি কারণ ঈশ্বরের এই আজ্ঞাগুলি অর্থাৎ, “ব্যভিচার করবে না, নরহত্যা করবে না, চুরি করবে না, অপরের জিনিস আত্মসাৎ করবে না” <sup>##</sup> আর অন্য যা কিছু আদেশ তিনি দিয়েছেন সে সবগুলি সংক্ষেপে এই একটি আদেশের মধ্যেই চলে আসে, “নিজের মতো তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসো।” <sup>###১০</sup> ভালবাসা কখনও কারো ক্ষতি করে না, তাই দেখা যাচ্ছে ভালবাসাতেই বিধি-ব্যবস্থা পালন করা হয়।

<sup>১১</sup> এখন কোন সময় তা তো তোমাদের জানাই আছে। হ্যাঁ, এখন তো ঘুম থেকে জেগে ওঠার সময়, কারণ যখন আমরা খ্রীষ্টে প্রথম বিশ্বাস করেছিলাম তখন অপেক্ষা এখন পরিত্যাগ আমাদের আরো সন্নিহিত। <sup>১২</sup> “দিন” শুরু হতে আর দেরী নেই। “রাত” প্রায় শেষ হল তাই জীবন থেকে অন্ধকারের কিরয়াসকল পরিত্যাগ করে এস এখন পরিধান করি আলোকের রণসজ্জা। <sup>১৩</sup> লোকরা দিনের আলোয় যেমন চলে আসে আমরাও তাদের মত সং পথে চলি। আমরা যেন হৈ-হল্লা পূর্ণ ভোজে যোগ না দিই, মাতলামি না করি, যৌন দুরাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে দূরে থাকি; বিবাদ, ঈর্ষা ও তর্কের মধ্যে না যাই। <sup>১৪</sup> কিন্তু যেন নব বেশে পুরনু যীশু খ্রীষ্টকে পরিধান করি ও দৈহিক কামনা বাসনা চরিতার্থ করার চিন্তায় আর মন না দিই।

\*\*১২:১৯ উদ্ধৃতি দিব, বি. ৩২:৩৫.

††১২:২০ উদ্ধৃতি হিভোপদেশ ২৫:২১-২২.

##১৩:৯ উদ্ধৃতি যাত্রা ২০:১৩-১৫, ১৭.

###১৩:৯ উদ্ধৃতি লেবীয় ১৯:১৮.



অপরের সমালোচনা করো না

**১৪** <sup>১</sup>বিশ্বাসে যে দুর্বল, এমন কোন ভাইকে তোমাদের মধ্যে গ্রহণ করতে অস্বীকার করো না। তার ভিন্ন ধারণা নিয়ে তার সঙ্গে তর্ক করো না। <sup>২</sup>এক একজন বিশ্বাস করে যে তার যা ইচ্ছা হয় এমন সব কিছুই সে খেতে পারে; কিন্তু যে বিশ্বাসে দুর্বল সে মনে করে যে সে কেবল শাকসূজী খেতে পারে। <sup>৩</sup>যে ব্যক্তি সব খাবারই খায় সে যেন যে কেবল সূজীই খায়, তাকে হয়ে জ্ঞান না করে। আর যে মানুষ কেবল সূজী খায়, তারও উচিত সব খাবার খায় এমন লোককে ঘৃণা না করা, কারণ ঈশ্বর তাকেও গ্রহণ করেছেন। <sup>৪</sup>তুমি অন্যের ভৃত্যের দোষ ধরবে না। সে ঠিক করছে না ভুল করছে তা তার মনিবই ঠিক করবেন; বরং পরভুর দাস নির্দোষই হবে কারণ পরভু তাকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করতে পারেন।

<sup>৫</sup>কেউ হয়তো মনে করে এই দিনটি ঐ দিনটির থেকে ভাল, আবার কেউ মনে করে সব দিনই সমান ভাল। পরত্বেক ব্যক্তি নিজ নিজ মনে তার বিশ্বাস সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হোক। <sup>৬</sup>যে কোন দিনকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকে সে পরভুর উদ্দেশ্যেই তা করে। তেমনি যে মানুষ সবরকম খাবারই খায়, সেও পরভুর উদ্দেশ্যেই তা করে কারণ সে ওই খাবারের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায়। এদিকে যে ব্যক্তি কিছু খাদ্য গ্রহণে বিরত থাকে সেও তো পরভুর উদ্দেশ্যেই তা করে।

<sup>৭</sup>হ্যাঁ, আমরা সকলেই পরভুর জন্য বেঁচে থাকি। আমরা কেউ নিজের জন্য বেঁচে থাকি না, কেউ নিজের জন্য মরেও যাই না। <sup>৮</sup>আমাদের বেঁচে থাকা তো পরভুরই উদ্দেশ্যে বেঁচে থাকা, আমরা যদি মরি তবে তো পরভুর জন্যই মরি। তাই আমরা বাঁচি বা মরি, যে ভাবেই থাকি না কেন, আমরা পরভুরই। <sup>৯</sup>এইজন্যই খ্রীষ্ট মৃত্যু বরণ করলেন ও পুনরায় বেঁচে উঠলেন, যাতে তিনি মৃত ও জীবিত সকলেরই পরভু হতে পারেন।

<sup>১০</sup>তাহলে তোমরা কেন খরীষ্টেতে তোমার এক ভাইয়ের দোষ ধর? তোমার ভাইয়ের থেকে তুমি ভাল, এমন কথাই বা ভাব কি করে? আমাদের সকলকেই ঈশ্বরের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াতে হবে। আর ঈশ্বরের আমাদের বিচার করবেন। <sup>১১</sup>হ্যাঁ, শাস্ত্রের লেখা আছে:

“পরত্বেক ব্যক্তি আমার সামনে নতজানু হবে।  
পরত্বেক গুণধর স্বীকার করবে যে আমি ঈশ্বর,  
পরভু বলেন, আমার জীবনের দিব্য, এসব হবেই।” §§

<sup>১২</sup>আমাদের সকলকেই ঈশ্বরের কাছে আমাদের জীবনের হিসাব দিতে হবে।

অপরকে পাপে প্ররোচিত করো না

<sup>১৩</sup>তাই এস, আমরা অন্যের বিচার করা থেকে বিরত হই, বরং আমরা সিদ্ধান্ত নেব যে আমরা এমন কিছু করব না যাতে আমাদের কোন ভাই বা বোন হেঁচট খায় ও পরলোভনে পড়ে পাপ করে। <sup>১৪</sup>আমি পরভু যীশুতে নিশ্চিতভাবে বুঝি যে কোন খাবার আসলে অশুচি নয়, তা খাওয়া অন্যায্য নয়। তবে কেউ যদি সেই খাবার অশুচি ভাবে, তাহলে তার কাছে তা অশুচি।

<sup>১৫</sup>তোমার খাদ্য যদি তোমার ভাই আত্মিকভাবে আহত হয় তাহলে বুঝতে হবে যে তুমি আর ভালোবাসার পথে চলছ না। তুমি এমন কিছু খেও না যা অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এতে তার বিশ্বাস আঘাত পেতে পারে, কারণ খ্রীষ্ট সেই ব্যক্তির জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। <sup>১৬</sup>তাহলে তোমার কাছে যা ভাল, তা যেন অপরের কাছে নিশ্চিত না হয়। <sup>১৭</sup>ঈশ্বরের রাজ্য খাদ্য পানীয় নয়, কিন্তু তা ধার্মিকতা, শান্তি ও পবিত্র আত্মাতে আনন্দ। <sup>১৮</sup>যে এ বিষয়ে খ্রীষ্টের দাসত্ব করে, সে ঈশ্বরের পরীতিপাত্র এবং মানুষের কাছেও পরীক্ষাসিদ্ধ।

<sup>১৯</sup>তাই সেই সব কাজ যা শান্তির পথ প্রশস্ত করে এবং পরস্পরকে শক্তিশালী করে, এস, আমরা তাই করি। <sup>২০</sup>নিছক খাদ্যবস্তু নিয়ে ঈশ্বরের কাজ পণ্ড করো না, কারণ সব খাদ্যই শুচি ও খাওয়া যায়, কিন্তু কারো কিছু খাওয়া নিয়ে যদি অন্যের পতন ঘটে তাহলে তেমন কিছু খাওয়া অবশ্যই অন্যায্য। <sup>২১</sup>তোমার ভাই যদি হেঁচট খায় ও পাপে পতিত হয়, তাহলে মাংস আহার বা দ্রাক্ষারস পান না করাই শ্রেয়। তেমন কোন কাজও না করা ভাল যার ফলে তোমার কোন ভাই বা বোনের পতন ঘটতে পারে ও সে পাপ করে।

<sup>২২</sup>তোমরা যা ভাল বলে বিশ্বাস কর তা তুমি ও তোমার ঈশ্বরের মধ্যেই রাখ; কারণ কেউ যখন ভাল মনে করে কোন কাজ করে এবং সে যা করছে সেই ব্যাপারে যদি তার বিবেক তাকে দোষী না করে, তবে সেই ব্যক্তি ধন্য। <sup>২৩</sup>কিন্তু কোন কিছু খাবার ব্যাপারে যার অন্তরে দিব্য থাকে সে যদি তবুও তা খায় তাহলে সে অবশ্যই দোষী, কারণ সে তো নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করল। কেউ যদি বিশ্বাস করতে না পারে যে এটা ঠিক তবে সেই কাজ করা পাপ।

**১৫** <sup>১</sup>আমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসে বলিষ্ঠ হয়েছি তাদের কর্তব্য যেন যারা বিশ্বাসে সবল তাদের দুর্বলতায় সাহায্য করি, যেন নিজেদের খুশী করার চেষ্টা না করি। <sup>২</sup>আমরা পরত্বেকে বরং অপরকে খুশী করার চেষ্টা করব, তা করলে

তাদের সাহায্য করা হবে। তারা যেন বিশ্বাসে বলবান হয়ে উঠতে পারে, সে চেষ্টা আমাদের অবশ্যই করা উচিত। ৩ খ্রীষ্টও নিজেকে সমস্ত করার কথা ভাবেন নি। বরং শাস্ত্রের যেমন বলে: “যারা তোমাদের অপমান করেছে, সেই সব অপমান আমার ওপরই এসেছে।” \*৪ শাস্ত্রের বহু আগেই যে সব কথা লেখা হয়েছে তা আমাদের শিক্ষা দেবার জন্যই লেখা হয়েছে। তা লেখা হয়েছে যেন তার থেকে ধৈর্য ও শক্তি আসে এবং অন্তরে প্রত্যাশা জন্মায়। ৫ আমি পরার্থনা করি ঈশ্বর, যিনি সকল ধৈর্য ও উৎসাহের উৎস, তিনি যেন তোমাদের খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে একমনা হতে সাহায্য করেন। ৬ এইভাবে তোমরা যেন সকলে মিলিত কণ্ঠে যিনি আমাদের পরভ্রু, যীশুর পিতা, সেই ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতে পার। ৭ খ্রীষ্ট তোমাদের গ্রহণ করেছেন, তাই তোমরাও পরস্পরকে গ্রহণ করে কাছে টেনে নাও, এতে ঈশ্বরের মহিমামান্বিত হবেন। ৮ মনে রেখো ঈশ্বর ইহুদীদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূর্ণ করার জন্যই খ্রীষ্ট ইহুদীদের দাস হয়েছিলেন, যেন ঈশ্বর যে বিশ্বস্ত তা প্রমাণ হয়। ৯ খ্রীষ্ট এই কার্য সাধন করলেন যেন অইহুদীরা তাঁর দয়া পেয়েছে বলে তাঁর গৌরব করে। শাস্ত্রের যেমন লেখা আছে:

“এই জন্যই অইহুদীদের মধ্যে আমি তোমার গৌরব করব;

তোমার নামের প্রশংসা গান করব।” †

১০ আবার শাস্ত্র বলে,

“অইহুদীরা, তোমরা ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের সঙ্গে আনন্দ কর।” ‡

১১ শাস্ত্র আরো বলে,

“সমস্ত অইহুদীরা পরভ্রুর প্রশংসা কর;

সমস্ত লোক তাঁর প্রশংসা করুক।” §

১২ আবার যিশাইয় বলছেন,

“যিশয়ের একজন বংশধর আসবেন

যিনি সমস্ত অইহুদীদের উপর কর্তৃত্ব করবেন;

আর অইহুদী জাতিবৃন্দ তাঁর উপরেই আশা রাখবে।” §

১৩ ঈশ্বর, যিনি তোমাদের মধ্যে আশার সঞ্চারণ করেন, তাঁর ওপর প্রত্যাশা তোমাদের সকলকে আনন্দ ও শান্তিতে ভরপুর করুক। তাহলে পবিত্র আত্মার শক্তিতে তোমাদের আশা আরো উপচে পড়বে।

#### পৌল তাঁর কাজ সম্বন্ধে বললেন

১৪ আমার ভাই ও বোনেরা, আমি সুনিশ্চিত যে তোমরা সবাই উত্তমতায় পূর্ণ। আমি জানি যে তোমরা সব রকম জ্ঞান সঞ্চয় করেছ, যাতে পরস্পরকে নির্দেশ দিতে পার। ১৫ কিন্তু আমি কতকগুলি ব্যাপার মনে করিয়ে দেবার জন্য সাহস ভরে তোমাদের সবাইকে লিখছি, কারণ ঈশ্বরের আমাকে এই বিশেষ বরদান করেছেন। ১৬ আমি অইহুদীদের মধ্যে কাজ করার জন্য খ্রীষ্ট যীশুর সেবক হয়েছি। আমি যাজকের মত তাদের মাঝে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করি, যাতে পবিত্র আত্মা দ্বারা পবিত্রকৃত অইহুদীরা ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য উপহার রূপে গ্রাহ্য হয়।

১৭ তাই যীশু খ্রীষ্টে আছে এমন একজন হিসাবে ঈশ্বরের কাজ করতে আমি গর্ববোধ করি। ১৮ আমি যে নিজে কিছু করেছি, এমন কথা বলি না। আমার বাক্য ও কার্য দ্বারা অইহুদীদের ঈশ্বরের বাধ্য করার জন্য খ্রীষ্ট আমার মাধ্যমে যা করেছেন শুধু তা বলার সাহস আমার আছে। ১৯ তিনি নানা অলৌকিক চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজের দ্বারা এবং পবিত্র আত্মার পরাক্রমে আমার দ্বারা তা পূর্ণ করেছেন। তার ফলে আমি জেরুশালেম থেকে শুরু করে ইল্লিরিকা পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় খ্রীষ্ট বিষয়ক সুসমাচার প্রচারের কাজ শেষ করেছি। ২০ যেখানে খ্রীষ্টের নাম কখনও বলা হয় নি, সেখানে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করাই আমার জীবনের লক্ষ্য। অনেযর গাঁথা ভিতের ওপর আমি গড়ে তুলতে চাই না। ২১ এ ব্যাপারে শাস্ত্র বলে:

“যাদের কাছে তাঁর সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নি তারা দেখতে পাবে;

আর যারা শোনেনি তারা বুঝতে পারবে।” \*\*

\*১৫:৩ উদ্ধৃতি গীত ৬৯:৯.

†১৫:৯ উদ্ধৃতি গীতসংহিতা ১৮:৪৯.

‡১৫:১০ উদ্ধৃতি দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৪৩.

§১৫:১১ উদ্ধৃতি গীতসংহিতা ১১৭:১.

§১৫:১২ উদ্ধৃতি যিশাইয় ১১:১০.

\*\*১৫:২১ উদ্ধৃতি যিশাইয় ৫২:১৫.

## রোম পরিদর্শনে পৌলের পরিকল্পনা

২২ এই জন্যই বহুবার তোমাদের কাছে যেতে চেয়েও বাধা পেয়েছি।

২৩ কিন্তু এখন এসব এলাকায় আমার কাজ শেষ হয়েছে। বহুবছর ধরে তোমাদের সকলের কাছে যাবার ইচ্ছা আমার ছিল। ২৪ তাই স্পেন দেশে যাবার পথে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব; ঐ পথ দিয়ে যাবার সময় তোমাদের সঙ্গে দেখা করে কিছু সময় আনন্দে কাটাতে পারব; আশা করি সেই সফরে তোমরা আমায় সাহায্য করতে পারবে।

২৫ এখন আমি জেরুশালেমে যাচ্ছি যেন ঈশ্বরের লোকদের সাহায্য করতে পারি। ২৬ জেরুশালেমে ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে যে গরীব মানুষরা আছেন তাঁদের হাতে দেবার জন্য মাকিদনিয়া ও আখায়ার খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা কিছু টাকা তুলেছেন। ২৭ তাঁদের সাহায্য করা উচিত মনে করেই মাকিদনিয়া ও আখায়া মণ্ডলীরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের সাহায্য করা উচিত, কারণ তারা অইহুদী হলেও ইহুদীদের কাছ থেকে আত্মিক আশীর্বাদের সহভাগীতা পেয়েছে। এ বিষয়ে তারা ইহুদীদের কাছে ঋণী। ২৮ আমার এই কাজ শেষ হলে আমি যখন জানব যে সেই চাঁদা ঠিকমতো পৌঁছেছে তখন তোমাদের কাছে কিছুক্ষণ থেকে আমি স্পেনে যাব। ২৯ আমি জানি যখন তোমাদের সবার কাছে যাব, তখন খ্রীষ্টের পূর্ণ আশীর্বাদ নিয়েই যাব।

৩০ ভাই ও বোনরা, তোমাদের কাছে আমার একান্ত মিনতি তোমরা ঈশ্বরের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা কর। আমাদের পরভূ যীশু খ্রীষ্টের দোহাই দিয়ে বলছি, পবিত্র আত্মার ভালোবাসায় প্রণোদিত হয়ে তোমরা আমার জন্য ঈশ্বরের কাছে মিনতি কর। ৩১ প্রার্থনা কর, যেন যিহূদিয়ায় অবিশ্বাসীদের হাত থেকে আমি রক্ষা পাই। প্রার্থনা কর যেন জেরুশালেমের জন্য আমার সেবা সেখানকার পবিত্র ব্যক্তির গ্রহণ করেন। ৩২ তখন ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আমি খুশি মনেই তোমাদের কাছে যাব এবং তোমাদের সঙ্গে কিছুকাল থেকে বিশ্রাম পাব। ৩৩ শান্তিদাতা ঈশ্বর তোমাদের সকলের সঙ্গে সঙ্গে থাকুন। আমেন।

## পৌলের ব্যক্তিগত শুভেচ্ছাবার্তা

১৬ ১ এখন আমি খ্রীষ্টেতে আমাদের বোন ফৈবীর জন্য বলছি। কিংকিরয়াছ মণ্ডলীতে তিনি একজন বিশেষ সেবিকা। ২ আমি অনুরোধ করি তোমরা প্রভুতে তাঁকে গ্রহণ করো। ঈশ্বরের লোকরা যেভাবে অপেক্ষে গ্রহণ করে সেইভাবেই তাঁকে গ্রহণ করো। কোন ব্যাপারে যদি তিনি তোমাদের সাহায্য চান তবে তাঁকে সাহায্য করো। তিনি অনেক লোককে, এমনকি আমাকেও খুব সাহায্য করেছেন।

৩ যীশু খ্রীষ্টের সেবায় আমার সহকর্মী পিরক্লা ও আক্কিলাকে শুভেচ্ছা জানিও। ৪ তারা তাদের জীবন বিপন্ন করে আমার জীবন বাঁচিয়েছিল। কেবল আমিই যে তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা নয়, সমগর অইহুদী মণ্ডলীও তাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।

৫ তাদের গৃহে যে মণ্ডলী সমবেত হন, তাদেরও শুভেচ্ছা জানিও।

আমার পিরয় বন্ধু ইপেনিতকেও শুভেচ্ছা জানাও, এশিয়ায় মধ্যে সেই প্রথম ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে।

৬ মরিয়মকে শুভেচ্ছা জানিও কারণ সে তোমাদের সকলের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে।

৭ আন্দ্রনিক ও যূনয়কে শুভেচ্ছা জানিও, তারা আমার স্বজাতি, আমার সঙ্গে তাঁরা কারণে বন্দী ছিলেন। তাঁরা পেরিতদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি। আমার আগেই তাঁরা খ্রীষ্টে ছিলেন।

৮ পরভুতে আমার পিরয় বন্ধু আমপ্লিয়াতকে শুভেচ্ছা জানিও। ৯ উর্বানকে শুভেচ্ছা জানিও, তিনি খ্রীষ্টেতে আমাদের সহকর্মী।

আমার পিরয় বন্ধু স্তাথুকে শুভেচ্ছা জানিও। ১০ আপিল্লিকে শুভেচ্ছা জানিও, তিনি একজন পরীক্ষা সিদ্ধ খ্রীষ্টীয়ান।

আরিষ্টবুলের পরিবারের সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানিও। ১১ হেরোদিয়ান, যিনি আমার মতোই একজন ইহুদী, তাঁকে শুভেচ্ছা জানিও;

নার্কিসের পরিবারের মধ্যে যারা পরভুর, তাদের সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানিও। ১২ তরুফেণা এবং করুফোষাকে শুভেচ্ছা জানিও, এই মহিলারা পরভুর জন্য খুবই পরিশ্রম করেন।

আমার সেই পিরয় বান্ধবী পমীকে শুভেচ্ছা জানিও, যিনি পরভুর জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন।

১৩ রুফকে শুভেচ্ছা জানিও। সে পরভুতে এক বিশেষ ব্যক্তি, তার মাকে শুভেচ্ছা জানিও। তিনিও আমার মায়ের মতো;

১৪ আর অসুংকিরত, ফিরগোন, হর্মিপাতেরাবা, হর্মী ও তাদের সঙ্গে সমবিশ্বাসী ভাইদেরও আমার শুভেচ্ছা জানিও।

১৫ ফিললগ, যুলিয়া, নীরিয় ও তার বোন ওলুম্প ও তাঁদের সঙ্গে যে সব ঈশ্বরের ভক্তরা আছেন তাঁদেরও আমার শুভেচ্ছা জানিও।

১৬ পবিত্র চুম্বন দিয়ে পরম্পরকে শুভেচ্ছা জানিও।

এখানকার সব খ্রীষ্টমণ্ডলী তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

১৭ ভাই ও বোনরা, আমি তোমাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, যারা দলাদলি সৃষ্টি করে ও পাপকে প্ররোচিত করে তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে। তোমরা যে সত্য শিক্ষা পেয়েছ তারা তার বিরোধী। এমন লোকদের থেকে দূরে থেকে। ১৮ এমন লোকরা আমাদের পরভূ যীশু খ্রীষ্টের সেবা করে না। তারা নিজেদের খুশী করতেই কাজ করে চলেছে। তারা মোলায়েম ও মিষ্টি-মিষ্টি

কথা বলে সেই লোকদের ভুলিয়ে থাকে, যারা মন্দ জানে না। ১৯ তোমাদের বাধ্যতার কথা সবাই শুনেছে আর সেইজন্য আমি তোমাদের ওপরে খুশী হয়েছি। আমি চাই তোমরা সবাই যা ভাল তা চিনে গ্রহণ কর এবং মন্দ থেকে দূরে থাক।

২০ শান্তির ঈশ্বর তোমাদের পায়ের নীচে শয়তানকে পিষে ফেলবেন।

আমাদের প্রভু যীশুর অনুগ্রহ তোমাদের সবার সঙ্গে থাকুক।

২১ আমার সহকর্মী তীমথি তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন; আর আমার মত জাতিতে ইহুদী লুকিয়, যাসোন ও সোষিপাতর তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

২২ আমি তর্ভিয়, পৌলের হয়ে এই চিঠিটি লিখছি, আমিও প্রভুর নামে তোমাদের শুভেচ্ছা জানাই।

২৩ আমি যাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছি, যাঁর বাড়িতে গোটা মণ্ডলী সমবেত হয় সেই গাইয়াসও তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। ইরাস্ত, যিনি এই শহরের কোষাধ্যক্ষ ও আমাদের ভাই কার্ত তাঁরাও তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। ২৪ ††

২৫ যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে যে সুসমাচার আমি প্রচার করি, সেই সুসমাচারের মধ্য দিয়ে তোমাদের স্থির রাখবার ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে। অনেক যুগ ধরে ঈশ্বরের তাঁর গোপন উদ্দেশ্যের বিষয় কারোর কাছে জ্ঞাত করেন নি; কিন্তু এখন সুসমাচারের মাধ্যমে তা প্রকাশ পেয়েছে; আর আমি সেইমত তা প্রচার করেছি। ২৬ অনন্ত ঈশ্বরের আদেশ মতো আববাদীদের বাণীর মধ্য দিয়ে সব জাতির লোকদের কাছে তা জানানো হয়েছে যেন তারা খ্রীষ্টের ওপর বিশ্বাস করে ঈশ্বরের বাধ্য হতে পারে। ২৭ যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে চিরকাল একমাত্র প্রজ্ঞাবান ঈশ্বরের মহিমা হোক। আমেন।

††১৬:২৪ কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ ২৪ যুক্ত করা হয়েছে: “আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক।” আমেন।